উপদেষ্টা

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

জনাব ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

পুস্তিকা প্রকাশনা আহবায়ক পরিষদ

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান **(আহবায়ক)**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

জনাব আনজুমান আরা
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

মোঃ আবদুছ সালাম
যুগ্মসচিব (বাজেট)

অতুল কুমার সরকার
যুগ্মসচিব (সরকারী হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা)

জনাব রোকেয়া বেগম
যুগ্মসচিব (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি)

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
লাইন ডাইরেক্টর (লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ প্রমোশন)

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব (প্রশাসন-৩)

জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন কবির
উপসচিব (শৃংখলা-১)

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ
চিফ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সমন্বয়কারী
শেখ মোঃ রজব আলী
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

-: প্রকাশনায় :-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় :
মোঃ বদিউজ্জামান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ আল-আমিন, অফিস সরকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং
শাহেদুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

উপদেষ্টা

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

জনাব ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

পুস্তিকা প্রকাশনা আহবায়ক পরিষদ

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান **(আহবায়ক)**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

জনাব আনজুমান আরা
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

মোঃ আবদুছ সালাম
যুগ্মসচিব (বাজেট)

অতুল কুমার সরকার
যুগ্মসচিব (সরকারী হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা)

জনাব রোকেয়া বেগম
যুগ্মসচিব (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি)

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
লাইন ডাইরেক্টর (লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ প্রমোশন)

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব (প্রশাসন-৩)

জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন কবির
উপসচিব (শৃংখলা-১)

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ
চিফ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সমন্বয়কারী
শেখ মোঃ রজব আলী
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

-: প্রকাশনায় :-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় :
মোঃ বদিউজ্জামান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ আল-আমিন, অফিস সরকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং
শাহেদুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২১

জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিববর্ষে স্বাস্থ্যখাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

বাণী

কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়া এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার অত্যন্ত সফলভাবে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় অনেক উন্নত দেশকেও পিছনে ফেলেছে। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংশিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বগুণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে দ্রুততম সময়ে কোভিড-১৯ টিকা সংগ্রহ ও প্রদান করে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে ।

দেশের জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ১৪,২০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতিমালা এবং ই-হেলথ কৌশল তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। করোনা মহামারী চালাকালীনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সরকার মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুর পুষ্টি বৃদ্ধিসহ মা ও শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির ফলে গত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে দেশের জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ' ২০৩০ সালের মধ্যে পৌঁছাতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা গড়তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

Secretary
Health Services Division
Ministry of Health & Family Welfare
Government of the People's
Republic of Bangladesh

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিবছর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। সে আলোকে এ বিভাগ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সফল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বগুণ, সুদূরপ্রসারী দিক নির্দেশনা এবং প্রতিবেশী দেশসহ সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বৈদেশিক নীতির কারণে দ্রুত টিকা আনয়ণ এবং প্রদান কার্যক্রম সফলতার সাথে শুরু করা সম্ভব হয়েছে। টিকা প্রদানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বিভিন্ন আইন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে; যার ফলে দক্ষ জনবল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার মাধ্যমে সবার জন্য সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্ব নেতৃত্ব এর স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের ফলে স্বাস্থ্যখাতের যে সকল বিষয়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে সেগুলো হলো : স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য খাতের ডিজিটাল কার্যক্রম চালু এবং উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থার উন্নয়ন। বিগত একযুগে দেশব্যাপী একটি ব্যাপকভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে যা একটি সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্বাস্থ্যখাতের এ অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

CamScanner

আহবায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি
অতিরিক্ত সচিব

"আহবায়কের কথা"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সার্বক্ষণিক ও গতিশীল নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সফলভাবে করোনার মোকাবেলা করছে। সেই সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের দক্ষ পরিচালনায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিমিউ এন্ড টিসি, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এবং টেমো ইত্যাদি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। ফলশ্রুতিতে, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ নিরাময়, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, আধুনিক প্রযুক্তিসহ নতুন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে ২০২১-২০২২ সালে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যাবলি, সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম, বাজেট, সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ, অপারেশনাল প্ল্যানের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ সকল তথ্য সংগ্রহ এবং সন্নিবেশকরণে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান, সকল অনুবিভাগ, অধিশাখা এবং শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ পূর্ণসহযোগিতা প্রদান করে প্রতিবেদনের মৌলিক বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সকল সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নির্ভুল তথ্য সন্নিবেশ ও সংকলনে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা শতভাগ অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি বিধায়, বিষয়টি মার্জনীয় দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ সাইদুর রহমান)

সারসংক্ষেপ

ক. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

জনবল সংক্রান্ত

- গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪২তম (বিশেষ) বিসিএস এর মাধ্যমে ৩৯৫৭ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরিচালক পদে ২৪ জনকে, উপপরিচালক পদে ১০০ জনকে, সহকারী পরিচালক পদে ১৯১ জনকে, সিনিয়র স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ২০০০, ২০১০ ও ২০১১ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০০১ জন চিকিৎসক কর্মকর্তাকে ক্যাডারভুক্তি করা হয়েছে।
- গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬৯ জনকে অধ্যাপক পদে এবং ২০ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেস্থেসিওলজি) পদে ৪০৯ জন চিকিৎসককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

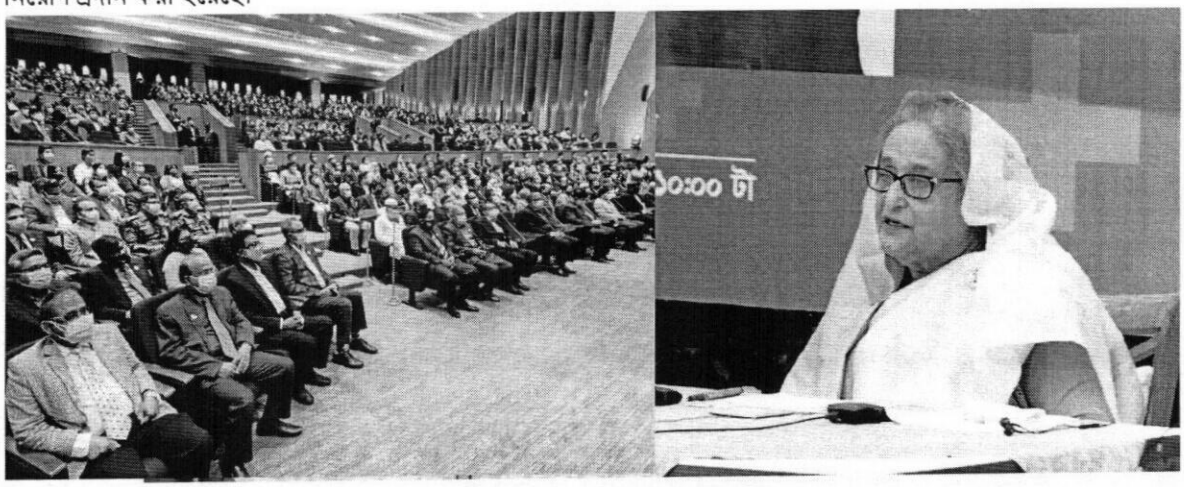

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৮ বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৬০ শয্যাবিশিষ্ট সমন্বিত ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগ ইউনিট এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন (রোববার, ৯ জানুয়ারি ২০২২)।-পিআইডি

- জুনিয়র কনসালটেন্ট এর ০৪ টি পদে মোট ২৯ জন চিকিৎসককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্যখাত শক্তিশালীকরণে ৯ম গ্রেড ব্যতিত অন্যান্য গ্রেডে ১০৩৬টি ক্যাডার পদ, ৯ম গ্রেডের ৩১৩১টি ক্যাডার পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার ১৭টি, ১ম শ্রেণী নার্সিং ৭টি, ২য় শ্রেণী নার্সিং ১৪৩৩, ২য় শ্রেণী নন-নার্সিং ৩৩টি, ৩য় শ্রেণী মেডি: ৫৫৩টি, ৩য় শ্রেণী ৮০১টি, ৪র্থ শ্রেণী ৫৭৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১' এর খসড়া ২৯ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১০৫ জন আউটসোর্সিং সেবা কর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে সচিবালয় অংশে ১২৭০১০১-১১১০৫১২-৩৬৩১১০৭-'বিশেষ অনুদান' খাতে বরাদ্দকৃত ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকা হতে মোট =৬,৪৬,৫০,০০০/- (ছয় কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা সারাদেশে নিম্নোক্ত মোট (১৩৬+২২৬+৬৮২)=১০৪৪ (এক হাজার চুয়াল্লিশ)টি বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের সরকারি সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে ৩ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

হাসপাতাল সংক্রান্ত

রাজস্ব খাতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

- ১টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এর সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট নবনির্মিত হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কোরিয়া মৈত্রী হাসপাতালের ২০ শয্যা বিশিষ্ট আই কেয়ার ইউনিট এর সেবা চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন।
- ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১৩১৩ হতে ২২০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।
- জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ৪১৪ শয্যা বৃদ্ধি করে ১২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন এর প্রেক্ষিতে শয্যাসমূহের পেয়িং ও নন-পেয়িং শয্যা বিভাজনের হার নির্ধারণের আদেশ প্রদান।
- জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী ঢাকার অধীন জাতীয় অ্যাজমা সেন্টারের ভার্টিকেল এক্সটেনশন ৬ষ্ঠ-৮ম তলা পর্যন্ত উন্নীতকরণের ফলে রোগীর শয্যা ২০০টি বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।
- ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সিরাজগঞ্জ এর সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ঢাকার শয্যা সংখ্যা ২০০ হতে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা বাড়ানোর জন্য আরও ২০০ শয্যা বৃদ্ধিপূর্বক ৪০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- অনুমোদিত ৯০০ শয্যার অতিরিক্ত ভর্তিকৃত সকল রোগীকে পথ্য সরবরাহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফি নির্ধারণঃ

- শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ICU ও HDU তে ভর্তিকৃত অগ্নিদগ্ধ রোগীদের প্রোটিন সমৃদ্ধ N-G Feeding হার উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকার নিউরোলজি বিভাগের পরীক্ষাসমূহের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

- জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের ১৭ (সতের)টি নতুন পরীক্ষার ইউজার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের সেবাসমূহের মূল্য/ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেযোগ্য কার্যক্রম

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য Cap. Omeprazole 20 mg স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের অনুমতি প্রদান।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্পেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল লিঃ/মেসার্স লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে Liquid Medical Ogygen Storage Tank /VIE স্থাপন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটে জরুরী ভিত্তিতে বিদেশগামীদের (সংযুক্ত আরব আমিরাত) কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের জন্য ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউটে স্কিন ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু ও ব্রাক লিম্ব এন্ড ব্রেস সেন্টার (বিএলবিসি) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি লিম্ব সেন্টার স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মুগদার নাম পরিবর্তন করে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামকরণ করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের নাম শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রালিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল হিসেবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

ভ্যাকসিন প্রাপ্তি ও প্রদান : (৩১ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত)

- মোট ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে: ৩০ কোটি ৭৯ লক্ষ ২১ হাজার ৯০০ ডোজ (অ্যাস্ট্রাজেনেকা ৫০৬৭৫১১০, ফাইজার৬৬১৪২৪৪০, সিনোফার্ম ১১৪১৭৮০০০, মডার্না ১৫৭৮১৫৬০, সিনোভ্যাক ৬০৪৬৫০৪০, জনসন ৬৭৯৭৫০);
- মোট টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে: ২৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮৯ ডোজ (১ম ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১২,৯৬,৯৮,৫২৩, ২য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১২,০৪,৯৩,৮৬৫, বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,৯৬৮০২০১)।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত

- বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসেবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের কর্মসূচি প্রণয়ন।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যবিধি (গাইড লাইন) প্রণয়ন।
- পবিত্র ঈদ-উল আযহা ২০২২ উপলক্ষে পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নিমিত্ত নির্দেশিকা/ গাইডলাইন প্রণয়ন।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোনভিত্তিক সংযমন (Containment) ব্যবস্থাপনা কৌশল/গাইডলাইন প্রণয়ন।
- দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন।
- কোভিড-১৯ জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটির কার্যক্রম।
- জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ/ক্ষুদে ডাক্তার সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ জাকজমকভাবে পালিত হয়েছে;
- শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপি ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন (২ রাউন্ড) সফলভাবে পালন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের SUN (Scaling Up Nutrition) Movement এর একজন স্বাক্ষরদাতা ও ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের জনগণের পুষ্টি উন্নয়নে সংস্থাটির আমন্ত্রণে বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত পরামর্শ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) এর খসড়া সাই প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ্লোব বায়োটেক কর্তৃক উদ্ভাবিত বঙ্গাব্যাক্স কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর প্রথম পর্যায়ের ট্রায়ালের প্রশাসনিক অনুমোদন দান।
- স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনসহ অন্যান্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
- ৬১তম Inter Agency Coordination Committee (ICC)-র সভা অনুষ্ঠান ;
- দেশব্যাপী ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী সকল শিশুদের মাঝে ব্যাচে অ্যাপ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং পরবর্তীতে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে টাইফয়েড কনজুগেটেড ভ্যাকসিন সংযোজন করা হয়েছে।
- জাপানিজ এনকেফালাইটিস (JE) ভ্যাকসিন সংযোজনের জন্য GAVI বরাবর আবেদন করা হয়েছে।
- ড্রাইনিং স্ট্যাটেজির উপর IEC Materials প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়।
- দেশব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দিবস পালনের জন্য প্রতিপাদ্য নির্বাচন ও পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- এসবিসিসির প্রভাব মাপার জন্য জাতীয় পর্যায়ে জরীপের আয়োজন;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে এসবিসিসি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটিসহ জেলা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট এবং অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া বা প্রচলিত পদ্ধতিতে জনস্বার্থে স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ প্রচারের নিমিত্ত শতাধিক প্রচার সামগ্রী (IEC Materials) জাতীয় কারিগরি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রমের মূল্যায়ন;
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশলের খসড়া চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- WASH (Water, Sanitary and Hygiene) স্ট্র্যাটেজি ব্যবস্থা গ্রহণ;

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কার্যাবলী

- কোভ্যাক্স এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন
- বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক যোগাযোগ এবং ভ্যাকসিন সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন
- Immunization Agenda 2020 এর আলোকে দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সহায়ক Cost benefit Economic Analysis এর আয়োজন করা।
- উদ্ধৃত্ত সিনোভ্যাক ভ্যাকসিন চীনকে অনুদানের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ
- ভ্যাকসিন উৎপাদিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ
- ন্যাশনাল ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট প্লান প্রণয়ন নীতি পরামর্শ সংগ্রহ
- ভ্যাকসিন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সমন্বয় সাধন
- উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন পরিচালনা
- বিভিন্ন দিবসে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিধি প্রণয়ন করা
- ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কোর-কমিটি গঠন
- বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে বাংলাদেশে সরবরাহ সংক্রান্ত
- প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহন কমিটি গঠন করে ভ্যাকসিন বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ
- ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পোস্টার ও টিভি প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা প্রদান

- ১ম, ২য় ও তৃতীয় ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সময় ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তা প্রদান
- ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য জোর অভিযান ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান
- আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ ও যাতায়াতের জন্য ভ্যাকসিন প্রদান বাধ্যতামূলক এর নির্দেশনা দেয়া।

অবকাঠামো ও মেরামত সংক্রান্ত

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা ও হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম এ আরটিপিসিআর ল্যাব স্থাপন
- ডিএনসিসি ডেডিকেটেড হাসপাতালে অতিরিক্ত ৫৪০ বেডে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ
- করোনা (কোভিড-১৯) মহামারী মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টারে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপনের অনুমোদন
- সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সংযোজন
- খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন
- রাজশাহী সদর হাসপাতালে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়াসিং প্লান্ট স্থাপন
- "শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, গোপালগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পের Extra Work হিসেবে Sky Lite Roof Shed এবং Variable Refrigenant Flow (VRF) স্থাপনের অনুমোদন
- ৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নতুন নির্মাণ ও ২১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৩১ টি পুরাতন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ভবন অপসারণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ শয্যাবিশিষ্ট ৩টি হাসপাতাল, ২টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ১টি স্থল বন্দর হেলথ সেন্টার, ১টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা স্টোর কাম অফিস, ১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যাল, এইচইডি'র স্থান নির্বাচন/তফসিল অনুমোদন করা হয়েছে।
- ৬টি স্বাস্থ্য স্থাপনা/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নিমিত্ত অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- পিএফডি ওপির আওতায় এইচইডি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১০৪৪টি এবং পিডব্লিউডি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১৭০টি মেরামত-সংস্কার কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

শৃংখলা সংক্রান্ত

- জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৪ টি, রুজুকৃত বিভাগীয় নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা: ৫৬ টি এবং চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা: ৪০৫ টি।

প্রকল্প সংক্রান্ত :

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০ টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ২৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সারাদেশে সর্বমোট ১৪,১২১ (চৌদ্দ একশত একুশ) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (PPD - ভারত এর অর্থায়নে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ)।
- JICA এর অর্থায়নে নতুন ৩০০ (তিনশত)টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং JICA এর অর্থায়নে ১১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্য ১০৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের পুন: নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ৭৫৫ টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচী এর আওতায় PFD অপারেশনাল প্ল্যান এর মাধ্যমে নির্মিত হবে।
- বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৪,০৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে।
- প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ০১ জন করে মোট ১৩,৮৫০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, কিছু সিএইচসিপি চাকুরি হতে অব্যাহতি, মৃত্যুবরণ ও চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বর্তমানে ১৩,৬৬০ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছেন।

- চালু প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০০ টাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন রোগের মোট ২৭ প্রকার ঔষধ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ০৩ প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি

১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি

স্বাস্থ্য বর্তমান সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কারণ স্বাস্থ্যের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫)ক (এবং ১৮)১ (অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্মেলন, শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন- এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পৌছাতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশে ব্যয়সাশ্রয়ী, আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রগালয় থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা অবকাঠামোর পাশাপাশি যুগপৎ নিরাপদ ঔষধ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হচেছ।

বাংলাদেশ গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতে বেশ সফলতা লাভ করেছে। বিশেষ করে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হ্রাসসম্প্রসারিত , মাতৃমৃত্যু ,টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার হ্রাসসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্র ,ণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতাপরিবার পরিকল্পনা ,মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি , সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩৭.-এ আনয়নঅপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন এ ও ফলিক এসিড , এ সবই বাংলাদেশের - বিতরণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফলতার চিত্র।

সারাবিশ্বের মত বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসের সাথে লড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, দৃঢ় ও গতিশীল নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সফলতার সাথে মোকাবেলা করছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কোভিড-১৯ অতিমারি নিয়ন্ত্রণে সফলতা পেয়েছে।

সফলতার পাশাপাশি এখনও স্বাস্থ্য খাতে রয়েছে বিবিধ ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। হালের করোনা ভাইরাস এবং এর ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা ,নারীর অকাল প্রজনন, প্রসব ও প্রসবোত্তর জটিলতাদেশের ,অঞ্চলভেদে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণে সমস্যা , ,কতিপয় অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ধূমপান ও মাদকাসক্তি, অপরিকল্পিত খাদ্যাভ্যাসসজনিত রোগের প্রকোপবৈশ্বিক উ ,ষ্ণতা বৃদ্ধি , অব্যাহত নদীভাঙ্গন ও জলবায়ু বিপর্যয়জনিত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি। সাম্প্রতিক সময়ে করোনার কারণে দেশে দারিদ্রতার সীমা নিচে বাস করা মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে দেশের মানুষের পুষ্টিরপুরণের চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাংলাদেশে নতুন রোগের আবির্ভাবনগরমুখী , প্রবনতার ফলে শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত বস্তিবাসীর :মধ্যে নিরাপদ পানির অভাবনি:নিম্নমানের পয় ,স্কাশন ও অপুষ্টির ফলে সৃষ্ট রোগ ব্যাধি/ইত্যাদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সব সীমাবদ্ধতা সত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অবকাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থা সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বদলে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্য-সেবার চিত্র। ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে টেকসই, আধুনিক, স্থিতিশীল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।

১৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ দুপুরে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় শীর্ষক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নুর এবং সাবেক আইন সচিব, পরিবার পরিকল্পনা মহাপরিচালক, নিপোর্টের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন :

রূপকল্প (**Vision**) : জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (**Mission**) : সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবা, গ্রাহককেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পুনর্বন্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রমকে সমন্বয়সাধন।

২. কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business,1996 এর Allocation of Business among the Different Ministries & Divisions অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ

১. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ

২. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োমেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ

৩. ঔষধ আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ

৪. পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

৫. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত

৬. স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/ আন্তর্জাতিক এসোসিয়েশন/সংস্থা যারা সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত , যেমন- টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, BMRC, SMF, BNC, BCPS, BMDC, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, National Medical Institute Hospital, BNSB ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান।

৭. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) জনস্বাস্থ্য

খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ

ঘ) মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণ

ঙ) স্বাস্থ্য বীমা

চ) খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

ছ) ধূমপান প্রতিরোধ

জ) পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ

ঝ) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি

৮. নিম্নোক্ত বিষয়াদি

ক) চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও রেগুলেশন

খ) চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত

গ) মানসিক ব্যাধি

৯. মাদক নিয়ন্ত্রণ

১০. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ

১১. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান

১২. নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

১৩. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি

১৪. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

১৫. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা

১৬. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা

১৭. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ

২০. সহায়ক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পুনর্বাসন

২১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

২২. নিম্নোক্তদের ব্যতীত সরকারি কর্মচারিদের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাড়পত্র

ক) রেলওয়ে সার্ভিসের কর্মচারি

খ) প্রতিরক্ষা সেবায় কর্মরত কর্মচারি এবং

গ) Medical Attendance Rule দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

২৩. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন

২৪. ক্রীড়া ও Health Resorts

২৫. অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিলে প্রতিস্বাক্ষর।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন কেবিনেট মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন প্রতিমন্ত্রী থাকেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন ০৭ (সাত) টি সংস্থার কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে থাকেন। এছাড়া সচিব প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহঃ

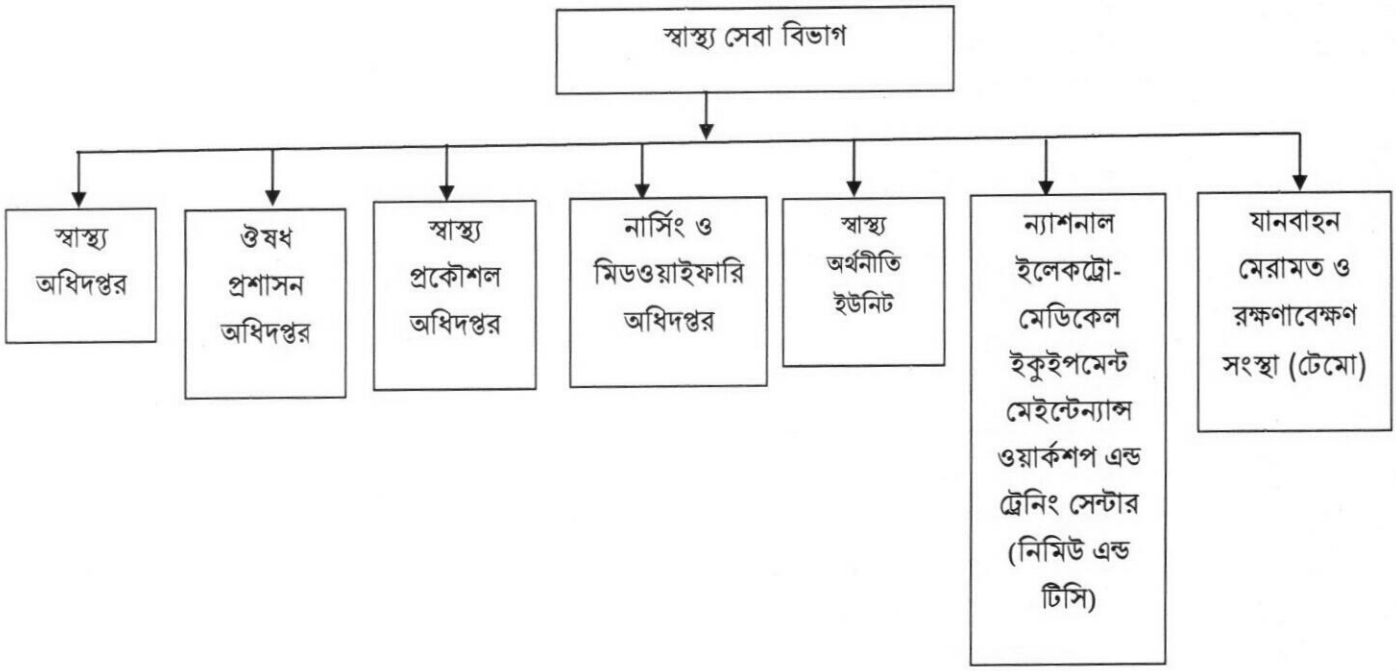

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

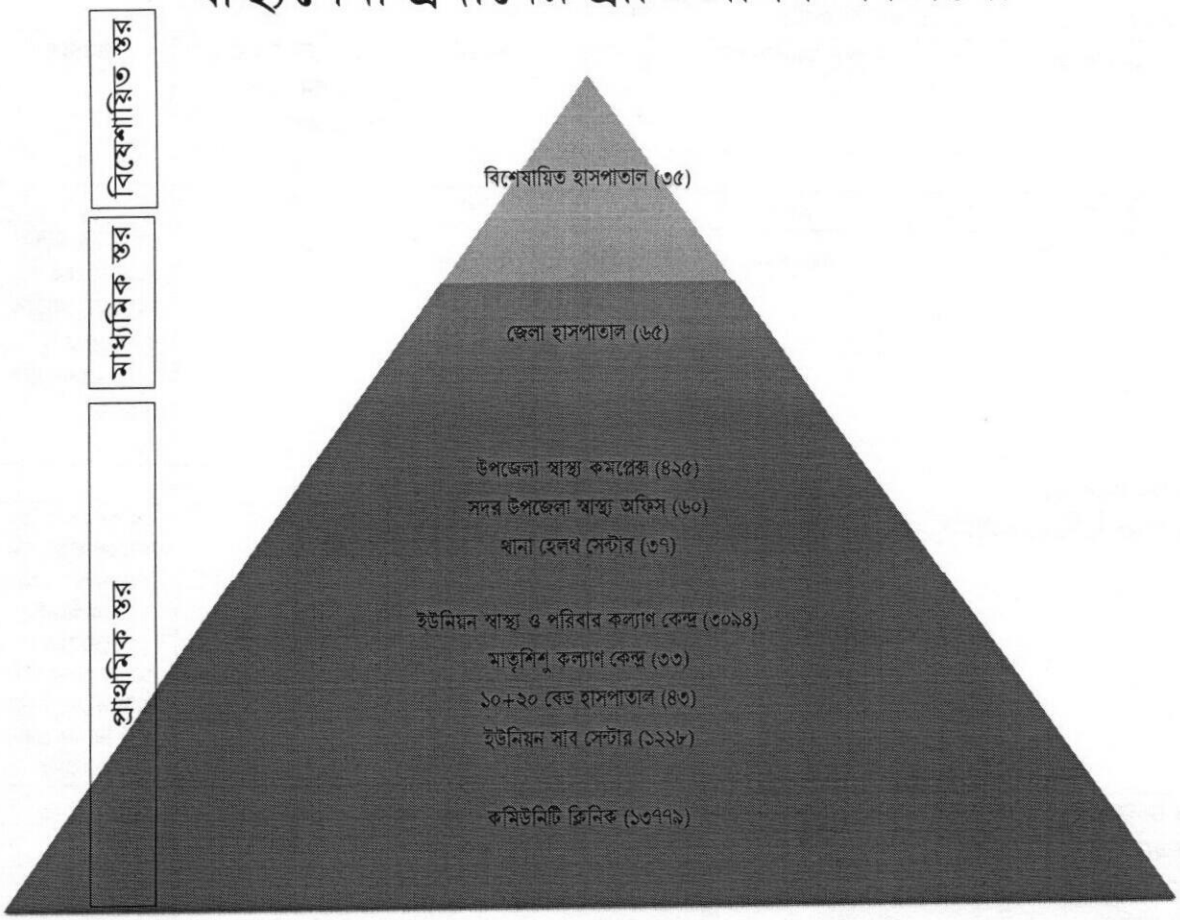

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার কমিউনিটি ক্লিনিক। তিন স্তর বিশিষ্ট এই পিরামিড কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র (UHFWC)। উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। তুলনামূলক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জেলা পর্যায়ে আছে ৬৫টি জেলা হাসপাতাল। এখানে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ২২টি। বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

জনবল : ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩৪৩	২৫৩	৯০	২৪০	-
(খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১২০৪০৯	৮০৩৭০	৪০০৩৯	৩১৯১২	পদ সৃষ্টির কারণে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদিত, পূরণকৃত ও শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৭২০	৩৪৭	৩৭৩	২৯০	
(ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি)	১০৪৮	৫৬৫	৪৮৩	৬২৪	৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৫ জন এস্টিমেটর (পুর) পদে ১৪.০৭.২০২২ খ্রিঃ তারিখে যোগদানের শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
(ঙ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর	৪৮০২২	৪৪৪৭৩	৩৫৪৯	২৯৯৬	
(চ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৫	৫২	৪৩	১০	
(ছ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৭৫	৪১	৩৪	-	
(জ) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৪	০৫	০৪	উপপরিচালকের ১টি পদে কর্মকর্তা পদায়ন হওয়ায় পদটি শূন্য দেখানো হয়নি। এছাড়া সম্প্রতি GNSP এর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত ২টি পদে 'পদায়ন আদেশ' জারির প্রক্রিয়াধীন থাকায় অনুমোদিত ও পূরণকৃত পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
মোট=	১৭০৭৪১	১২৬১২৫	৪৪৬১৬	৩৬০৭৬	

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য):

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ০ঃ

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮.১	৫.১	১.৩৭	২১	২৮	১.৬৩	৬৩.৯	৭১.২	৭৪.৫	৭২.৮

Source: Bangladesh Sample Vital Statistics 2020, (Sl. No. 1 -07)
Published : June 2021
Bangladesh Bureau of Statistics.2022 (Sl. No.8-10)

২০.৩ স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪৫৭৮/- টাকা $ ৫৪ ডলার	৬৪০	৬২৯৫	৬৯৩৫	৬৮১৮৫	১০৫১৬৮	১৭৩৩৫৩	১২৯১৫৩	৮৩৬০৪ (Nurse & Midwifer)	৪২৪৫৭ (রেজিষ্টার্ড প্যারামেডিকস ৭৫০০)	১:১৩০২	১:২০১২	১:৩৯৬২

বিঃদ্রঃ

- রেজিষ্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিষ্ট (১৩৮৩৭), রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের রেজিষ্ট্রেন প্রাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট: ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/রেডিওথেরাপী/পিজিওথেরাপী/ডেন্টাল) এর সংখ্যা ২৮৬২০।

সুত্রঃ

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ্ একাউন্টস্ ১৯৯৭-২০২০ গবেষণা রিপোর্ট
- ২৭.০৭.২০২১ইং তাং নার্সিং কাউন্সিল থেকে সংগ্রিত তথ্য।
- ২৬.০৭.২০২২ইং তাং বিএমডিসি থেকে সংগ্রিত তথ্য।

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২০২২)		পূর্ববর্তী বছর	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগীব্যক্তি/পরিবার / প্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (হতদরিদ্র মায়েদের এএনসি- ১, ২ ও ৩, নিরাপদ প্রসব সেবা এবং পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে)	৮৪,৪৯৮ জন	২২১৯.৩৬	৮১,৫০৩ জন	১৮৪৫.৯৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২০২২)		পূর্ববর্তী বছর	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগীব্যক্তি/পরিবার / প্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) (হতদ্ররিদ্র সুবিধা বঞ্চিত ছানী রোগী অপারেশন কার্যক্রম)	১০০০ জন	২৯.৭০	১৫০০ জন	৪৫.০০
	৩	ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রন	২০৩৭১৯০৭ জন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু	১৩০০.৫	২০০৮২৭৬৮ জন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু	১৩০০.১
	৪	আয়রনের ঘাটতি জনিত রক্ত স্বল্পতা নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ	৫২০৩৯৭১৭ টি আয়রন বড়ি	১১৬.২	৪৫৬২৪১৮৫ টি আয়রন বড়ি	১১০.০
	৫	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারী তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতাল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৩৯৪ টি (ফাংশনাল)	১৫.৩	৩৫২ টি (ফাংশনাল)	১৩.৫
	৬	শিশু বান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	৯০৭টি (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে)	১৮৩.৭০	৬৪৬টি (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে)	১০১.৩০
	৭	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি	পরিবারের সংখ্যা ১,২৯,২২৪ টি	৪৭০.০৮	পরিবারের সংখ্যা ৮১,৬১৯টি	৬৩৮.১১
মোট						

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ (বার) টি অনুবিভাগের মধ্যে প্রশাসন অনুবিভাগ অন্যতম। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা, পার অধিশাখা এবং মানব সম্পদ অধিশাখার সার্বিক কার্যক্রম তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এছাড়াও কম্পিউটার সেল, হিসাব শাখা ও লাইব্রেরি শাখা এ অনুবিভাগের আওতাধীন।

কর্মপরিধি :

- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি বিভিন্ন শাখা, অধিশাখা ও অনুবিভাগে বণ্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন ও শৃঙ্খলাসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং প্রচার ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমসহ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ;
- জাতীয় সংসদে নির্মাণ, সংগ্রহ ও চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিস, স্থান, বরাদ্দ ও কর্ম পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন ও সচিবালয় প্রবেশপত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, সংশোধন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চাকুরি ব্যবস্থাপনা ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণী কার্যাবলি ;
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও প্রেষণ মঞ্জুরসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা ও চাকুরি জীবন পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ;
- ডিডিও নিয়োগসহ হিসাবরক্ষণ শাখা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- TEMO এবং NEMEW এর সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- এইচইডি (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)'র সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- চিকিৎসা সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথে সমন্বয়সাধন ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনবলের তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের সেবাদান পরিকল্পনা (Service Plan) কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতি, কৌশল, নির্দেশনা (Guideline), বিধি-প্রবিধান (Rules & Regulations) ও দক্ষতার প্রকরণ (Skill Mix) পর্যালোচনা, প্রণয়ন ও সংশোধন ;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- অধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিবকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

১২ অক্টোবর, ২০২১ দুপুরে সচিবালয়ে স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব সহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বৈঠক করেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি।

প্রশাসন অধিশাখা :

প্রশাসন অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)। তাঁর অধীনে প্রশাসন-১ অধিশাখা, প্রশাসন -২ শাখা, প্রশাসন -৩ অধিশাখা ও প্রশাসন -৪ অধিশাখা, কম্পিউটার সেল ও লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসন-১ শাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়নসহ সকল প্রশাসনিক কার্যাদি, অভ্যন্তরীণ সকল ধরণের প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ইত্যাদিতে মনোনয়ন, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, পদ সৃষ্টি, নিয়োগ ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রুটিন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল ১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, পদবি পরিবর্তন, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, শৃঙ্খলা প্রেষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলি এ শাখা হতে সম্পাদিত হয়।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ৪৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ০১ জন যোগদান করেননি। পরবর্তীতে আরো ০৪ জন চাকুরি হতে অব্যাহতি নিয়েছে।
- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১' এর খসড়া ২৯ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে মোট ৫১০৫ জন আউটসোর্সিং সেবা কর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে ।
- এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল রূপরেখা বাস্তবায়নকল্পে এ শাখায় পূর্ণাঙ্গরূপে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী তথা এর অধীন দপ্তর, সংস্থাসমূহের Non-medical কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম e-management system এর আওতায় সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

প্রশাসন-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দসহ কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যক্রম, কর্মপরিবেশ সংরক্ষণ, স্টেশনারি দ্রব্য ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, প্রটোকল ও যানবহন ব্যবস্থাপনা, সভা/অনুষ্ঠান আপ্যায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট (R&I) তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রশাসন-২ অধিশাখার কর্মবন্টনকৃত বিষয়। এছাড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিও এ অধিশাখা থেকে সম্পাদিত হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলি :
(ক) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা বাংলায় প্রণয়ন;
(খ) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কসপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) এর নাম পরিবর্তন;
(গ) ২০২১-২২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তরের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্টেশনারি সামগ্রী, অফিস সরঞ্জামাদি ও কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়/
(ঘ) জনপ্রশাসন নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।

আগামী দিনের পরিকল্পনা/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ/দপ্তরে Accommodation এর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠানে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্ছেদ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করা হবে।

প্রশাসন-৩ অধিশাখা :

প্রশাসন-৩ অধিশাখা হতে জাতীয় সংসদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর (লিখিত ও মৌখিক), সাধারণ প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি (লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নোত্তর) প্রেরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার হালনাগাদ অগ্রগতির সংশোধিত প্রতিবেদন এবং শূন্যপদের তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৩১ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনামূলক উত্তর প্রদান এবং কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধিতে গৃহীত নোটিশের জবাব প্রেরণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি (৪২) অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রশ্ন ও উত্তর প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ও মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদের ৫টি (১৪তম, ১৫ম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম) অধিবেশনে ১১টি (সম্পূরকসহ) উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদে মাননীয় মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদের ৫টি (১৪তম, ১৫ম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম) অধিবেশনে ১৪৩টি মৌখিক ও ১৪৫টি লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ এ অধিশাখাকে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের প্রশ্ন উত্তর ও অন্যান্য তথ্যাদি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে প্রেরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদের প্রশ্ন ও উত্তরের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে এবং সংসদীয় বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

প্রশাসন-৪ অধিশাখা :

এ অধিশাখাটি মূলত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সমন্বয় ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ নির্দেশনা প্রতিপালন; সচিব সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ; স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; সকল দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন; ইনোভেশন টিম ও ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে A2i এবং GIU এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন; কর্মবন্টনভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মন্তব্য/মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন। বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রতিবেদন প্রণয়ন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সমন্বয়ধর্মী কাজ। শাখা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম/জারিকৃত নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইত্যাদি এ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে - নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য খাতের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। ডাক্তারদের কর্মস্থলে উপস্থিতি মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম। 'হ্যালো ডাক্তার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন। অর্থ বিভাগের জন্য জাতীয় বাজেটে তথ্য উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়ন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গত ১২.০৬.২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েব সাইটে শুদ্ধাচার কর্ণারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮০ জনকে চাকুরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে জাতীয় শুদ্ধাচার কোশল অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এবং সে আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন প্রকার টুলসসমূদ্ধ সেবা বক্স সৃষ্টি করা হয়ে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারী এবং ১ আওতাধীন অধিদপ্তর হতে একজন মহাপরিচালককে শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

- মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চীফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক ৪টি ইনোভেশন টিমের সভা এবং নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটর/ ইনোভেশন অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণপ্রদানওসভাআয়োজন করা হয়েছে। বিদেশী নার্স নিয়োগের অনাপত্তি প্রদান সহজীকরণ অনলাইনে বাসা বরাদ্দের সফট্ওয়ার, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টসফট্ওয্যারের মত উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।
- **জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯ এবং ২০২০১ তে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদী ১টি, মধ্যমেয়াদী ৩টি এবং দীর্ঘমেয়াদী ৭টি সর্বমোট ১১টি গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে ৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহের Innovation Team এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। শোকেসিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন/স্কেলআপ করার সচেষ্ট হতে হবে।
- স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হবে। মাঠ পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।
- অধিশাখার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জরুরি আইন, বিধি, সার্কুলার, নীতিমালা ও আদেশ সম্বলিত ইলেকট্রনিক গার্ড ফাইল প্রণয়ন করা হবে এবং একইভাবে শাখার জারিকৃত পত্র-নির্দেশনা সম্বলিত মাষ্টার ফাইল প্রস্তুত করা হবে ।

লাইব্রেরি শাখাঃ

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, সংগঠন,ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, স্বাস্থ্য সেবা খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সরকারি প্রকাশনা, পুস্তক, প্রতিবেদন ও সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাযর্ক্রম, গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, মন্ত্রণালয়ের কাযর্ক্রম সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি তথ্য / রিপোর্ট সংগ্রহ এবং গ্রন্থপুঞ্জি ও নির্ঘন্ট তৈরিকরণও এ শাখার কাজ। এ শাখার দায়িত্বে একজন লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রতি বছর নতুন বই ক্রয় করা হয়। বইগুলো চাকুরির বিধি বিধান, আইন, প্রশাসনিক, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সংক্রান্ত। নতুন-পূরাতন সকল প্রকার বই লাইব্রেরির নিয়ম মাফিক আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা গ্রন্থ, রেফারেন্স বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। নতুন বই ও সাময়িকী ক্রয়ের ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- ভবিষ্যতে লাইব্রেরিতে এ.সি. সংযোগ, ক্যাটালগ ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারাইজড তথা ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সহজতর করে ব্যাপক পাঠক সেবা প্রদান করে আধুনিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পাঠচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইব্রেরির সংগৃহীত বই, প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও সাময়িকী সম্পর্কে সময়ে সময়ে তাদের অবহিত করা হবে।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনারত মাননীয় মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালেক, এমপি।

পার অধিশাখা :

পার অধিশাখার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করছেন যুগ্মসচিব (পার)। তাঁর অধীনে পার-১ অধিশাখা, পার-২ অধিশাখা, পার-৩ অধিশাখা ও পার-৪ অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পার-১ অধিশাখা:

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদিত পদকাঠামো, কর্মরত শিক্ষকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুতের কার্যাদি পার-১ অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদের নিয়োগ, বদলি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয় পার-১ অধিশাখায়।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬৯ জনকে অধ্যাপক পদে এবং ২০ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের শিক্ষা কোর্সসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/ অধ্যাপক পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধ্যাপক পদসমূহ সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে এবং সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদসমূহ ডিপিসির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

পার-২ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি পার-২ অধিশাখার আওতাভুক্ত বিষয়। এছাড়া বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয় এবং বিভাগীয় পদোন্নতি সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পাদিত হয় এই অধিশাখায়। সারাদেশে সিভিল সার্জনদের পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাও এর আওতাভুক্ত।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪২তম (বিশেষ) বিসিএস এর মাধ্যমে ৩৯৫৭ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিচালক পদে ২৪ জনকে, উপপরিচালক পদে ১০০ জনকে, সহকারী পরিচালক পদে ১৯১ জনকে, সিনিয়র স্কেল (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- ২০০০, ২০১০ ও ২০১১ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ২০০১ জন চিকিৎসক কর্মকর্তাকে ক্যাডারভুক্তি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- স্বাস্থ্য ক্যাডার/সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিদ্যমান বিধি, নীতিমালা পরীক্ষাপূর্বক ক্যারিয়ার প্ল্যান আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিধিসমূহ হালনাগাদ ও পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার/স্বাস্থ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ, ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতি, সিনিয়র স্কেলে সিলেকশন (৫ম গ্রেড) প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হবে।

পার-৩ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সার্ভিসের সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর প্রদানসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা, পদায়ন/বদলি নীতিমালা প্রণয়ন এই অধিশাখার কাজ। সহকারী সার্জন, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্টদের পদায়ন, চাকুরি নিয়মিতকরণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যাদি এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেস্থেসিওলজি) পদে ৪০৯ জন চিকিৎসককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- জুনিয়র কনসালটেন্ট এর ০৪ টি পদে মোট ২৯ জন চিকিৎসককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে বিদ্যমান মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি প্রদান করা হবে।
- মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত এবং সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সার্ভিসের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার স্বার্থে এতদসংক্রান্ত মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

পার-৪ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে পার-৪ অধিশাখা। এ অধিশাখায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, জেলা/সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০ শয্যা হাসপাতাল, ১০ শয্যা হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা, পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ : অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- ৯ম গ্রেড ব্যতিত অন্যান্য গ্রেডের ক্যাডার পদ ১০৩৬টি, ৯ম গ্রেডের ক্যাডার পদ ৩১৩১টি, ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার ১০টি, ১ম শ্রেণী মেডি: ব্যতীত৭টি, ১ম শ্রেণী নার্সিং ৫টি, ২য় শ্রেণী নার্সিং ১৪৩৩টি, ২য় শ্রেণী নন-নার্সিং ৩৩টি, ৩য় শ্রেণী মেডি: ৫৫৩টি, ৩য় শ্রেণী ৮০১টি, ৪র্থ শ্রেণী ৫৭৯টি,আউনসোর্সিং১১টিম পদ সৃজন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

দেশের মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এখনও রয়েছে। দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জেলা/জেনারেল হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন শ্রেণির চিকিৎসকসহ অন্যান্য ক্যাডার বহির্ভূত জনবলের পদ সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

মানব সম্পদ অধিশাখা :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে মানব সম্পদ অধিশাখা। এটি একটি স্বতন্ত্র অধিশাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। মানব সম্পদ অধিশাখা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুসারে স্বাস্থ্য জনশক্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করে আসছে। মানব সম্পদ বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মকৌশলসমূহ প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হালনাগাদকরণের অংশ হিসাবে দলিল (Empirical evidence) তৈরি করছে। বর্তমানে এই অধিশাখা ২০১৭-২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন HPNSP'র অধীনে গৃহীত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগীতায় স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মানব সম্পদ অধিশাখার কার্যক্রম

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ-২ শাখা হতে মূলত চিকিৎসকদের ছুটি নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।
- মানব সম্পদ-২ শাখা হতে ছুটির আবেদন বিষয়ক যে সেবা প্রদান করা হয় তার আওতায় রয়েছে বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি, শ্রান্তিবিনোদন ছুটি, অর্জিত ছুটি (দেশের অভ্যন্তরে), বহি:বাংলাদেশ শিক্ষা ছুটি ইত্যাদি।
- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ প্রায়শই আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণ তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান।
- চিকিৎসকদের প্রার্থীত ছুটি বিষয়ক সেবা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার জন্য এ শাখা হতে সরকারি চিকিৎসকদের লিয়েন প্রদান করা হয়।

মানব সম্পদ শাখার গত অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৩০ থেকে ২০২১ জুলাই ০১) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ .(১)জুন ২০২২ পর্যন্ত(

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	Training on Performance Management System (Individual and Institutional)	৪৪০
২.	Training on Office Management & Computer	১৬০
৩.	Annual Performance Agreement	১৮
৪.	Human Resource Management	৩৪
৫.	Program Preparation, Planning, Implementation and evaluation	৩৪
৬.	Human Resource Information System (HRIS)	১৬০
৭.	EMPH) Executive Masters in Public Health)	১০

২০২২ জুন ৩০ থেকে ২০২১ জুলাই ০১) ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য/সেমিনার .(২)পর্যন্ত(

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	Review the organogram of all health and family planning facilities and entities	৮০

২.	Rationalize job descriptions of HWF at different level of services based on changing needs	৮০
৩.	To review and update the Health Workforce Strategy addressing private and informal sector	২০
৪.	To formulate gender sensitive HWF planning and implementation	২০
৫.	Human Resource Development অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং TWC কমিটির সভা	১৪২

.(৩)গবেষনা

.(ক) Study for exploring the possibilities of updating/upgrading the expertise/skills of the individual professionals through short-term on job training.

.(খ) Study (need analysis) on developing new category of workforce like Medical Physicist, Biomedical Engineer, Midwife, Medical Biotechnologist, Health Informatics and also other category on the basis of technology advancement, future need & also improvement of service slivery

.(৪) প্রকাশনা

- HRH Data Sheet-22 ও HRH Brochure-22 এবং HRH Pocket Booklet-22

শৃঙ্খলা অধিশাখা :

কর্মপরিধি :

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, নিমিউ, টেমো, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর-এ কর্মরত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত এবং ক্যাডার বহির্ভুত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম ;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যাবলী ;
- মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কর্মকর্তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, সিলেকশনগ্রেড প্রদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর নিমিত্ত শৃংখলামূলক মামলার ছাড়পত্র প্রদান ;
- বিবিধ তদন্ত অনুষ্ঠান ;

কর্ম প্রক্রিয়া :

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ একটি সময়বদ্ধ কার্যক্রম। বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা বা অধিশাখা হতে অভিযোগ পাওয়ার পর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী, অভিযুক্ত কর্তৃক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান, সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত গ্রহণ, সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর আদেশ জারীর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলার কাজ আপাততঃ শেষ হয়। পরবর্তীতে আপীল বা রিভিউ করা হলে বিধিমতে তা নিষ্পন্ন করা হয়।

যে সকল বিধি, অধ্যাদেশ ও আইনের আওতায় সরকারী কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃংখলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

- সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯
- সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশনস্, ১৯৭৯
- গণকর্মচারী শৃংখলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০
- দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনভিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫
- বি এস আর পার্ট-১ এর ৩৪ ও ৭৩ বিধি নোট-২
- সংবিধান এর ১৩৫ অনুচ্ছেদ

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৩১	১	১৮	৩৭	৫৬	৩৭৫
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৫০	০৩	০৫	১২	২০	৩০
ঔষধ প্রশাসন	-	-	-	-	-	-
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৪১২	০৬ (বরখাস্ত)	১৫	০৮	২৯	৩৮৩
নিমিউ অ্যান্ড টিসি	-	-	-	-	-	-
টেমো	-	-	-	-	-	-
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	০২	-	-	২	২	-
মোট	৫১২	১০	৩৮	৫৭	১০৭	৭৮৮

শৃঙ্খলা অধিশাখার ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর হতে নতুন কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করা;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তরগুলোতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা টেলিফোনিক যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন শাখা ও অধিশাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের আলোকে বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান;
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী এবং দ্রুত বিভাগীয় মামলার ছাড়পত্র প্রদান;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের তথ্য দ্রুত প্রাপ্তি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা শেষে আদেশ ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

৩.২ জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

৪. জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যতম অনুবিভাগ জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে উপসচিব জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা ,উপসচিব জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা রয়েছে।

কার্যপরিধিঃ

- পুষ্টি সংক্রান্ত নীতি, কৌশল, কর্ম পরিকল্পনা ও গাইডলাইন অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ
- পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রামের ১০টি ওপির সাথে কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- পুষ্টি কর্মসূচির উন্নয়নে ২২ টি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন
- পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠান
- জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি পরিচালনা সহায়িকা
- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উদ্‌যাপন
- পেশাগত স্বাস্থ্য কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- বায়োটেকনোলজি (চিকিৎসা জীব প্রযুক্তি) বিষয়ক জাতীয় গাইড লাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিভিন্ন কর্মসূচির স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী
- বাংলাদেশ নির্ভেজাল খাদ্য আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল নিরোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে প্রণীত কম্প্রিহেন্সিভ এসবিসিসি স্ট্র্যাটেজি ২০১৬ বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি এসবিসিসি কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে এসবিসিসি কার্যক্রম নেতৃত্ব ও সমন্বয়ের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের সভা অনুষ্ঠান
- অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রনে ২৬ টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে মাল্টিসেক্টোরাল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ
- সড়ক দূর্ঘটনা ও কলকারখানার দূর্ঘটনা বিষয়ে কর্মসূচি ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
- সর্প দংশন, পানিতে ডুবে মৃত্যু, পোড়া (আগুন, গরম পানি) বজ্রপাতে মৃত্যু ও বৈদুতিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রতিরোধে কর্মসূচি ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কর্মসূচি ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
- মা, নবজাতক শিশু ও শিশুমৃত্যু রোধে নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- অটিজম ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন কার্যাবলী
- বায়ূদূষণ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ
- প্রাণিজ খাদ্য ও ঔষধের দ্বারা সৃষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক রেজিষ্ট্যান্স বিষয়ে কর্মসূচি অন্তর্ভূক্তকরণ
- প্রবীণ স্বাস্থ্য, প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ
- জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী
- সরকারি এবং (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ব্যতীত) আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত নিম্নলিখিত কার্যক্রমের বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ঃ (ক) পরিবেশগত স্বাস্থ্য (খ) ম্যালেরিয়া (গ) এনথ্রাক্স (ঘ) ডেঙ্গু (ঙ) সার্স (চ) টি.বি (ছ) ফাইলোরিয়াসিস (জ) কৃমি নিধন (ঝ) অন্যান্য Emerging & Re-emerging Diseases ;(ঞ) এন্টি ব্যাকটেরিয়াল রেসিস্ট্যান্স/সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি
- সার্ক কর্তৃক গৃহীত AIDS, Tuberculosis and Malaria সংক্রান্ত কার্যক্রম
- দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, বিধি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- আপৎকালীন সময়সহ ডায়রিয়ার প্রতিরোধমূলক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রশাসনিক অনুমোদন
- এইচআইভি/এইডস, এসটিডি সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
- EDCL-MD এর ছুটি ও নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল অনুমোদন সংক্রান্ত।
- জনস্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন এবং হেল্‌থ প্রোমোশন ইউনিটের মাধ্যমে বাস্তবায়নকরণ।

জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখাঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসেবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের কর্মসূচি প্রণয়ন।
(২) জনস্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত যাবতীয় কার্মক্রম।
(৩) ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৪) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যবিধি (গাইড লাইন) প্রণয়ন।
(৫) পবিত্র ঈদ-উল আযহা ২০২২ উপলক্ষে পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নিমিত্ত নির্দেশিকা/ গাইডলাইন প্রণয়ন।
(৬) মাস্ক ব্যবহারের নিমিত্ত পরিপত্র জারি।
(৭) কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি জোন ভিত্তিক সংযমন (Containment) ব্যবস্থাপনা কৌশল/গাইডলাইন প্রণয়ন।
(৮) দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন।
(৯) কোভিড-১৯ জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটির কার্যক্রম।
(১০) জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ/ক্ষুদে ডাক্তার সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
(১১) সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ ও নির্মূল) আইন,২০১৮-তে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে (কোভিড-১৯)-কে সংক্রমক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করা।
(১২) আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র আইন ২০২১ এর কার্যক্রম।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগের আওতাধীন CCHPU-এর কাজের পরিধী ও গুরুত্ব অনুধাবন করে CCHPU-কে প্রাতিষ্ঠানিকরুপ প্রদানের আপাততঃ পরিকল্পনা রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখাঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

পুষ্টির ক্ষেত্রে:

- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনাসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যকর সংলাপ করা হয়;
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়সহ বিভিন্ন জেলায় ডিসেমিনেশন করা হয়েছে;
- পুষ্টি সেবার কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে "পুষ্টি সেবা বাস্তবায়নের স্টিয়ারিং কমিটি" এর সভা করা হয়;
- জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ জাকজমকভাবে পালিত হয়েছে;
- শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপি ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন (২ রাউন্ড) সফলভাবে পালন করা হয়;
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের SUN (Scaling Up Nutrition) Movement এর একজন স্বাক্ষরদাতা ও ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের জনগণের পুষ্টি উন্নয়নে সংস্থাটির আমন্ত্রণে বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহন এবং এতদসংক্রান্ত পরামর্শ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি) এর খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ঢাকা শিশু হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন (বুধবার, ১৫ জুন ২০২২)।- পিআইডি

মাতৃ শিশু ও কৈশোর ,নবজাতক ,স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে :

- ৬১তম Inter Agency Coordination Committee (ICC)-র সভা অনুষ্ঠান ;
- আইসিসি সভা কর্তৃক Renewal request for GAVI supported vaccine for 2020 অনুমোদিত হয় এবং সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, ফিন্যান্স বিভাগ মহোদয়গণের যৌথ স্বাক্ষরে আবেদনপত্র GAVI সচিবালয়ে প্রেরণ;
- ইপিআই নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে রোটা-ভ্যাকসিন অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এক্সপার্ট রিভিউ কমিটির মতামতের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়।
- দেশব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দিবস ও নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস সফলভাবে পালনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মনিটরিং করা হয়;
- দেশব্যাপী ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী সকল শিশুদের মাঝে ক্যাচ আপ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং পরবর্তীতে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে টাইফয়েড কনজুগেটেড ভ্যাকসিন সংযোজন করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
- জাপানিজ এনকেফালাইটিস (JE) ভ্যাকসিন সংযোজনের জন্য গ্যাভী বরাবর আবেদন করা হয়।
- Annual HPN SBCC Monitoring Report 2019-2020 ৩৩টি প্রতিষ্ঠান/বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ড্রাইনিং স্ট্যাটেজির উপর IEC Materials প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়।
- দেশব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দিবস পালনের জন্য প্রতিপাদ্য নির্বাচন ও পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনের পূর্ণাবৃত্তির বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা ও ক্ষেত্রমতে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।
- বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) সুষ্ঠু, কার্যকর ও সূচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে টিকাদান নীতিমালার আলোকে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র ও স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

এসবিসিসিরক্ষেত্রে':

- এসবিসিসির প্রভাব যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক আচরণ জরীপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত Comprehensive SBCC Strategy 2016 এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে এসবিসিসি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের গঠিত জন্য স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ;
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি শিক্ষা প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দেশনা পত্র জারী করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের "নেতৃত্ব ও সমন্বয়" বিষয়ক ক্যাসকেডেড মডেল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট এবং অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া বা প্রচলিত পদ্ধতিতে জনস্বার্থে স্বাস্থ্য শিক্ষা উপকরণ প্রচারের নিমিত্ত প্রচার সামগ্রী (IEC Materials) জাতীয় কারিগরি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন ও অনলাইন এসবিসিসি ম্যাটেরিয়ালে অনুমোদন OSMA অ্যাপস এর মাধ্যমে আর্কাইভে সংরক্ষন।

<u>এনসিডি র ক্ষেত্রে'</u>:

- বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী NMNCC এর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠান ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রমের মূল্যায়ন;
- WASH (Water, Sanitary and Hygiene) স্ট্র্যাটেজি ব্যবস্থা গ্রহন;

<u>কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন</u>

- কোভ্যাক্স এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক যোগাযোগ এবং ভ্যাকসিন সংক্রান্ত সমন্বয় সাধন করা হয়;
- Immunization Agenda 2020 এর আলোকে দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সহায়ক Cost benefit Economic Analysis এর আয়োজন করা হয়েছে;
- উদ্বৃত্ত সিনোভ্যাক ভ্যাকসিন চীনকে অনুদানের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে;
- ভ্যাকসিন উৎপাদিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট প্লান প্রণয়ন নীতি পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়েছে;

- ভ্যাকসিন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে;
- উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দিবসে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কোর-কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে বাংলাদেশে সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহন কমিটি গঠন করে ভ্যাকসিন বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়েছে;
- ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পোস্টার ও টিভি প্রোগ্রাম এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- ১ম, ২য় ও তৃতীয় ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সময় ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তা প্রদান করা হয়েছে;
- ভ্যাকসিন প্রদান করার জন্য জোর অভিযান ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিকভাবে ভ্রমণ ও যাতায়াতের জন্য ভ্যাকসিন প্রদান বাধ্যতামূল এর নির্দেশনা দেয়ার জন্য বিধিমালা তৈরী করা হয়েছে;
- গ্লোব বায়োটেক কর্তৃক উদ্ভাবিত বঙ্গাব্যাক্স কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর প্রথম পর্যায়ে ট্রায়ালের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনসহ অন্যান্য কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

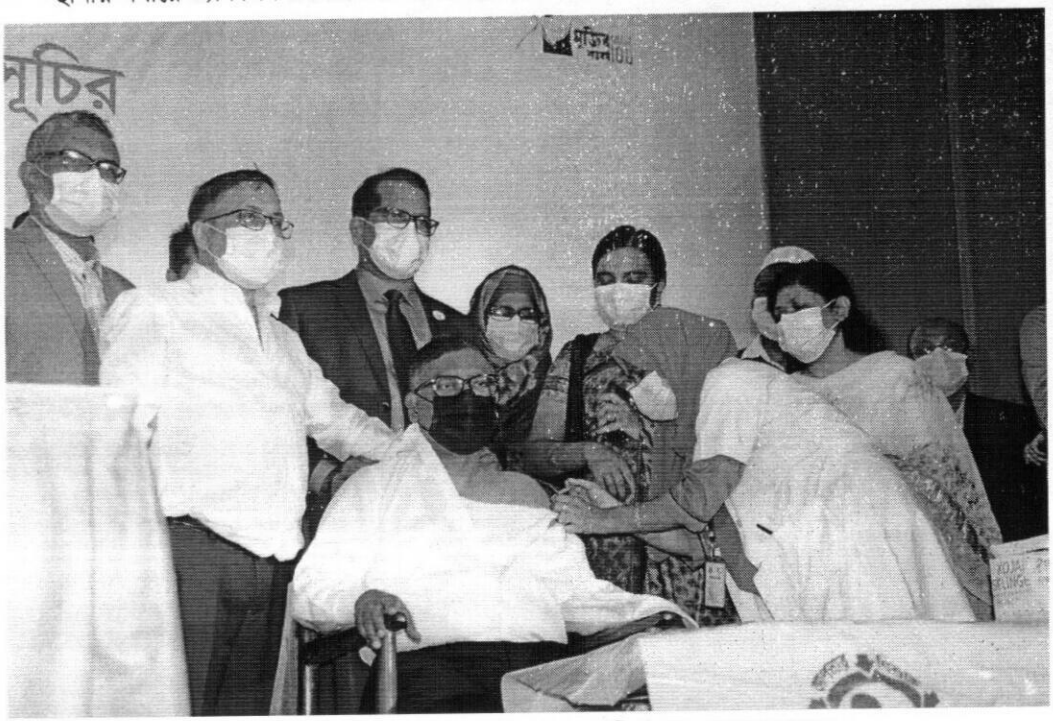

বুস্টার ডোজ উদ্বোধন করছে মাননীয় মন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

- ড্রাউনিং স্ট্র্যাটেজি অনুমোদন,
- জাতীয় টিকা নীতি প্রণয়ন
- জীব প্রযুক্তি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি এসবিসিসি কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রণয়ন
- National Mental Health Policy এর অনুমোদন প্রক্রিয়া

১.৫ বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ

বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যতম অনুবিভাগ বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তাঁর অধীনে উপসচিব বিশ্বস্বাস্থ্য-১ অধিশাখাসিনিয়র সহকারী সচিব , বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা রয়েছে।

কার্যাবলি

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতাধীন এবং দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কসপ/সেমিনার সিম্পোজিয়াম/ সভা/ফেলোশীপ/শিক্ষা সফরের অনুমোদন;

১. বিভিন্ন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন;
২. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বাৎসরিক সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৩. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা;
৪. মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বিদেশে বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, ওয়ার্কসপ, শিক্ষাসফর, ইত্যাদিতে যোগদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;
৫. বিভিন্ন দেশি, বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সকল ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বৈদেশিক উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষাসফর ও বিভিন্ন সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ও সমন্বয় সাধন;
৬. মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে/বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক কর্মশালা/সেমিনার/ শিক্ষাসফরসহ বিভিন্ন সভায় যোগদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
৭. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব পর্যালোচনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
৮. বিভিন্ন দেশি, বিদেশি সংস্থার অর্থায়নে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও বিদেশ প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা;
৯. সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী প্রক্রিয়াকরণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
১০. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহের সাথে বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;
১১. সার্কভুক্ত দেশে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১২. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দ্বি-বার্ষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৩. বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন SEARO সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন।
১৪. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় অনুষ্ঠেয় স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন সম্পর্কিত কার্যক্রম ও সমন্বয় সাধন।
১৫. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহন/ সমন্বয় সাধন।
১৬. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচীতে দেশী ও বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কর্মকান্ড মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৭. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় আগত বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ও ভিভিআইপিগনের সফর সমন্বয় সাধন।
১৮. বাংলাদেশে TB, AIDS & Malaria প্রতিরোধে গ্লোবাল ফান্ডের যাবতীয় কার্যক্রমে সার্বিক সমন্বয় সাধন করা।
১৯. স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিভিন্ন প্রস্তাব, সুপারিশ ও প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহন।
২০. বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ/ অধ্যয়নে আগত Fellow গণের Placement সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
২১. WHO Biennium **(Biennium এর সভাপতি হলেন অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাপকম)** ও GWCC (Government of Bangladesh and WHO Coordination Committee)- এর সভা অনুষ্ঠান **(GWCC এর সভাপতি হলেন সচিব, স্বাপকম)**।
২২. World Health Survey সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
২৩. Health Metrics Survey সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
২৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
২৫. অধিশাখা সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রণয়ন ও প্রদান।
২৬. অনুবিভাগ প্রধান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী যথা সময়ে সম্পন্ন করা।

বিশ্বস্বাস্থ্য- ১ শাখাঃ

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবের বিদেশে সভা-সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, সভায় যোগদান সম্পর্কিত কার্যক্রম এই অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত বিষয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে এই অধিশাখা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখার কার্যাবলি

১. Nutrition for Growth Summit (N4G), (০৭-০৮ ডিসেম্বর ২০২১খ্রি. টোকিও, জাপানে অনুষ্ঠেয়) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ১২টি অংগীকারনামা করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

২. কোভিডকালীন সময়ে পুষ্টি সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পোস্টার এবং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালযের অধীনে কোভিডকালীন সময়ে যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়, সেটি কিভাবে পুষ্টি সমৃদ্ধ করা যায়, এ ব্যাপারে সান ফোকাল পয়েন্ট এর অধীনে একটি কমিটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ত্রাণ প্যাকেজ তৈরি করতে সহায়তা করেছে।

৪। UN Food System Summit 2021 উপলক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। বেশ কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রমে টেকনিক্যাল কমিটির সভায় গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছেঃ National Micronutrient Survey.

৬. মায়েদের পুষ্টি উন্নয়ন Maternal Nutrition Strategy চূড়ান্ত করার সার্বিক সহযোগিতা করা হয়েছে।

৭. Sun Business Network Strategy চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৮. এছাড়াও WHO এর সহযোগিতায় বিভিন্ন DFC (Direct Financial Cooperation) এর মাধ্যমে ভিটামিন-এ প্লাস ক্যাম্পেইন, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ পান সপ্তাহ, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন ইত্যাদি দিবস/সপ্তাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

- ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরী ও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগামীতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- এইচপিএনএসডিপি'র আওতাধীন অপারেশনাল প্লানসমূহে বিদেশ প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। উক্ত বিদেশ প্রশিক্ষণসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা যায় এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মান সমুন্নত রাখা যায় এবং যথাযথ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা যায় সে লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরে একটি বিদেশ প্রশিক্ষণ পঞ্জী বা ট্রেনিং ক্যালেন্ডার তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে স্বাস্থ্য সেক্টরে একটি প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী করা হবে।

রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ঢাকায় আবাসিক কুটনীতিকদের কোভিড-১৯ এর বুস্টার ডোজ দেয়া শুরু। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এসময় উপস্থিত ছিলেন (রোববার, ৯ জানুয়ারি ২০২২)।-পিআইডি

বিশ্বস্বাস্থ্য- ২ শাখা :

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হতে বিভিন্ন সময় প্রণীত গাইড লাইন/ নির্দেশনা, কারিগরি পরামর্শ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা সমন্বয় করে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রনীত গাইডলাইন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করণ। এ অধিশাখায় উপসচিব- ১ জন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর- ১ জন, অফিস সহায়ক -১ জন কর্মরত রয়েছেন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/ সাফল্যঃ

ক্রমিক নং	বিষয়
১	বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতায় পরিচালিত বাইনিয়াম প্রোগ্রামের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনের যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় এবং GWCC সভা আয়োজন।
২	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাইনিয়াম ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫৩ টি প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (PD & PM) দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ।
৩	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা দি গ্লোবাল ফান্ড ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে টিবি প্রোগ্রামের জন্য স্বাক্ষরিত Grant Agreement এবং এইডস/এসটিডি কর্মসূচিতে সংস্থানকৃত ২৮টি ক্যাটাগরীর ৫৩৮ টি (টিবি প্রোগ্রামের জন্য ৫১০ এবং এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের জন্য ২৮টি পদ) পদে ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ।
৪	Global Fund এর আওতায় C19RM grant এর মাধ্যমে ২৯ টি হাসপাতালে PSA Plant (Pressure Swing Adsorption Oxygen Generation) UNOPS এর মাধ্যমে স্থাপনের সমন্বয়।
৫	জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে সংস্থানকৃত ০৪(চার) টি ক্যাটাগরীর ০৫(পাঁচ) টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬	GFATM কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট Programme এর Accounts-এ প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭	Global Fund এর অর্থায়নে পরিচালিত টিবি, এইডস এবং ম্যালেরিয়া প্রোগ্রামের কার্যক্রম তদারকীকরণ
৮	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে খসড়া আইনটি জনমত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
৯	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।
১০	জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের গঠন, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সংক্রান্ত বিধিমালা- ২০২২ এর প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১১	Health Minister's National Award 2020 প্রদানের সমন্বয়।
১২	বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস ৭ এপ্রিল ২০২২ উদযাপনের যাবতীয় কার্যাবলী সমন্বয়।
১৩	75th World Health Assembly –তে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় Document প্রস্তুতকরণ ও উপস্থাপন।
১৪	75th World Health Assembly –তে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ।
১৫	World Health Organization হতে প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ এবং চাহিত তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান বিশ^মানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য খাতে গবেষণার উৎকর্ষ সাধন।

১.৬ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জনাব ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদারকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগঃ

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন-১, প্রকল্প বাস্তবায়ন-২, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, অডিট অধিশাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব।

কর্মপরিধিঃ

- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি ব্যবস্থাপনাসহ এই খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ, স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেনশন ও অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরি এবং কর্মচারিদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলি;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব বরাদ্দ ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম; সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; ত্রিপক্ষীয় অডিট সাব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ ;

- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetary Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ছুটি ও প্রেষণসহ চাকুরি ব্যবস্থাপনা;
- আইডিএ ঋণ চুক্তির ভিত্তিতে বিশেষ হিসাব পরিচালনা এবং লাইন ডাইরেক্টরগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ হিসাব (CONTASA, DOSA, Forex Account etc.) হতে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, অর্থ সমন্বয় এবং হিসাব সামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বৈদেশিক সাহায্যের স্থানীয় খরচের অর্থ আইডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ সংস্থার নিকট হতে পুনর্ভরণের কার্যাবলি এবং পুনর্ভরণ দাবি ও প্রাপ্তির কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের পরবর্তি পুনর্ভরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার নিরীক্ষা দল/প্রতিনিধির নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন এবং সাহায্য প্রাপ্তির সুপারিশ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প/উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক অডিট সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংক চিহ্নিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম এবং ঋণ চুক্তির অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন খাতের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- অধীনস্থ অধিশাখা ও শাখাসমূহ পরিদর্শনসহ কার্যক্রম মানসম্মতভাবে ও যথাসময়ে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সার্বিক কার্য সম্পাদনে সচিব মহোদয়কে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন -১ অধিশাখাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের/অপরেশনাল প্ল্যানের অর্থছাড়, বরাদ্দের পুন:উপযোজন, আইবাস সিস্টেমে অনুমোদন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিত করণের কাজ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নরুপ:

(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন- ১ অধিশাখা হতে ০৯ (নয়)টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ১২ (বার)টি উন্নয় প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন MNC&AH অপারেশনাল প্লানভুক্ত মেটারন্যাল হেলথ (এমএইচ) কর্মসূচীর অধীন কর্মরত নন- গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য সৃষ্ট অস্থায়ী ১৩ (তের) টি পদ সংরক্ষনের কার্যক্রম চলমান।

২. জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর ঢাকা এর ০২ জন কর্মচারীর পদ সংরক্ষণের কাজ চলমান।

(গ) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের নিয়োগে/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স এন্ড প্যানডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস"

শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭৬৭টি শূন্য পদে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঘ) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

১. HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;

২. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রততম সময়ে সম্পন্ন করা।

ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

১. HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;

২. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রততম সময়ে সম্পন্ন করা।

<u>প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা</u>

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা থেকে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অর্থছাড় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

(ক) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন- অধিশাখা হতে ১১ (এগার)টি অপারেশনাল প্ল্যান এবং ১৬ (ষোল)টি উন্নয় প্রকল্পের অর্থছাড় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) Community Based Health Care শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের অনুকুলে জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

- সারাদেশে সর্বমোট ১৪,১২১ (চৌদ্দ একশত একুশ) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে (PPD (ভারত) এর অর্থায়নে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ)।
- JICA এর অর্থায়নে নতুন ৩০০ (তিনশত) টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং JICA এর অর্থায়নে ১১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্য ১০৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের পুন:নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মোট ৭৫৫টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচী এর আওতায় PFD অপারেশনাল প্ল্যান এর মাধ্যমে নির্মিত হবে।
- বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৪,০৩৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে।
- প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ০১ জন করে মোট ১৩,৮৫০ জন সিএইচসিপি নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যেকিছু সিএইচসিপি , চাকুরি হতে অব্যাহতি১৩ মৃত্যুবরণ ও চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বর্তমানে ,,৬৬০ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছেন।
- চালু প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪০০ টাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন রোগের মোট ২৭ প্রকার ঔষধ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ০৩ প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার পরিমান ও ধরন; কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সপোর্ট গ্রুপ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা, স্বাভাবিক প্রসব, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার বিবেচনায় ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উপজেলা ও জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিক নির্বাচন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দুই বছরেই বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের পুরস্কার বিতরণ করেছেন।
- ''শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ'' সম্বলিত শ্লোগান প্রকল্পের ডকুমেন্ট, চেকবহি ও দলিলে মুদ্রণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুকুলে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)'র (২০১৭-২০২৩) অধীনে ''Community Based Health Care'' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ''কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়।

(গ) <u>চলমান বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের পদসংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :</u>

১. ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের ৪৪টি পদ সংরক্ষণ ।
২. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচআরএম) অপারেশনাল প্ল্যানের ১২ টি পদ সংরক্ষণ।
৩. হেলথ ইকনোমিক্স এন্ড ফাইনান্সিং অপারেশনাল প্ল্যানের ১২টি পদ সংরক্ষণ।
৪. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের ১৪৭টি পদ সংরক্ষণ।
৫. কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যানের ১৪৫৮৯টি পদ সংরক্ষণ।

(ঘ) অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র/প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান :

১. Strengthening of Drug Administration and Management এর সরাসরি ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৪৯টি পদে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন।
২. উপজেলা হেলথ কেয়ার এর ০৬টি পদে প্রেষণ/সংযুক্তি এবং ৩৭টি পদে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান।
৩. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ৬ষ্ট ও ৯ম গ্রেডের আওতায় ৬৫টি পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পোনেন্টের অধীনে ২২৫টি পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাদান করা হয়।
৪. কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্টোল অপারশেনাল প্ল্যানের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সরাসরি ৪৭টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঙ) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রম :

প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখা হতে সমাপ্ত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী/স্থায়ী ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর, পদসংরক্ষণ এবং চাকুরী নিয়মিতকরণের কাজ করা হয়ে থাকে।

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ অধিশাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

১. HPNSP এর অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অর্থছাড়সহ সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করা;
২. সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, নিয়মিতকরণ এবং স্থায়ী করার কাজসমূহ দ্রততম সময়ে সম্পন্ন করা; এবং
৩. কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের জনবলের নিয়োগ বিধি, প্রবিধি, পরিচালন নীতিমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো ও অন্যান্য কার্যক্রম অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রজেক্ট ফাইন্যান্স সেল (পিএফসি) সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় প্রজেক্ট ফাইনান্স সেলকে ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং ইউনিট (এমএইউ) এ রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর এমএইউকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট (এফএমএইউ) হিসাবে সৃজন করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট কর্তৃক 4th HPNSP কর্মসূচিভুক্ত (জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত) উন্নয়ন খাতে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পুনর্ভরণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন ও সমন্বয় এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়। সর্বোপরি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Improved Financial Management (IFM) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় অর্থ সংস্থান করা হয়।

(চ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

- উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত ঋণ চুক্তি সমুহের বিপরীতে প্রতিশ্রুত অর্থ যথাসময়ে বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে আহরণের কার্যাদি সম্পাদন যেমন: Withdrawan application দাখিল, অর্থ উত্তোলন ও বিশেষ হিসাবে জমাকরণ ইত্যাদি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়করণ;
- বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির বিশ্লেষণ এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন কর্মসূচি সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যোগাযোগ সমন্বয় এবং কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ হিসাব হতে প্রদানকৃত অর্থের খরচের বিবরণী/IUFRs সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি/ অফিস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে যথা সময়ে সংগ্রহপূর্বক দ্রুত অগ্রিম সমন্বয় ও সার্বিক ভাবে হিসাবের সঙ্গতি সাধন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন এবং পূনর্ভরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেক্টরওয়াইড এপ্রোচ (SWAp) এর আওতায় বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ / রিভিউ টিমের চাহিদা অনুযায়ী হিসাবের সার্বিক তথ্যাদি নিরূপন ও বিশ্লেষণ;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবংমিশন চলাকালীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অফিসের বিভিন্ন অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান সংস্থার সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি এবং এ বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ও নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন;
- সরকারি হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রয়োজনীয় জবাব কার্যপত্র প্রস্তুত করণ।

২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

- বৈদেশিক ঋণ/ গ্রান্ট এর আওতায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অবধি বাংলাদেশী টাকার সমতুল্য পরিমান IDA থেকে মোট ৪৭৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং JICA থেকে ৪৪০০.৩১ মিলিয়ন জাপানী ইয়েন সরকারের কনসলিডেটেড তহবিলে পুনর্ভরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের স্বাস্থ্য সেক্টরে নিয়োজিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ও সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত ১০৫৬ জন কর্মকর্তাকে পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল এন্ড প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮৬২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৬১৩.০০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪২৭.৯০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ৬১৩.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে অর্থ অবমুক্তি হয়েছে ৬১৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪২৭.৯০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ৬৯.৮০%।

তৃতীয় অধ্যায়
(অধিদপ্তরসমূহ)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ভূমিকা

সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য সেবাকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র নির্বাচন, যথার্থ পরিকল্পনা, মসৃণ অর্থপ্রবাহ এবং সার্থক বাস্তবায়ন চিকিৎসা শিক্ষা, জনসম্পদ, অবকাঠামো, রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্মূল, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করতে সাহায্য করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ ধাবিত এখন সারা বিশ্ব। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন নির্বাহী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান কাজ চিকিৎসা শিক্ষা স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং সর্বস্তরের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা প্রণয়নে কারিগরী সহযোগিতাও প্রদান করে থাকে। সংস্থাটি স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৫৮ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তর নামে স্থাপিত হয় যা ১৯৮০ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উন্নীত হয়। মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাকে দুই জন অদিরিক্ত মহাপরিচালক সহায়তা প্রদান করেন। এ ছাড়া পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কর্মরত আছেন। সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য কার্যালয়ে পরিচালকগণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি জেলায় সিভিল সার্জন এবং উপজেলাসমূহে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার করিকল্পনা কর্মকর্তা নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তথ্য পাওয়া জনগণের আইনগত অধিকার। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কার্য্যাবলীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জনস্বার্থে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করা উচিৎ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতিমালা সহয়ক হবে। লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- স্বাস্থসেবা প্রাপ্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সর্বসাধাণের নিকট সহজলভ্য করা;
- স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় পরিসংখ্যান জনগণের নিকট তুলে ধরা;
- সেবা গ্রহণকারীদেও প্রয়োজনীয় পরামর্শেও প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদাক করে সেবা/কাজের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা;
- সৌজন্যবোধ ও মনোযোগের সাথে জরুরি সেবা/কাজ সম্পাদন করে সেবা গ্রহীতা জনগণের ভোগান্তি দূও করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে বিভ্রান্তি নিরসন করা;
- দেশের সকল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে পর্যাপ্ত ধারণা প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে স্বাস্থ্য সবো গ্রনণে জনসাধারণ তথা গ্রহীতাকে উদ্বুদ্ধ করা।

সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এবং ''তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯" প্রণয়ন করেছে। অধিদপ্তরের লক্ষ্য তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা ও জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রহীতা কেন্দ্রীক সেবা নিশ্চিত করে গ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের অধিক আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার সাথে সেবা প্রদানে উৎসাহিত করা। সর্বোপরি জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাবোধ জাগ্রত করা।

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা এবং নীতিমালা বাস্তবায়ক করা;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করা;
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদিসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয় এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষ পরিচালিত করা;
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
- স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সকল স্থানীয় সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;

- যে কোন প্রকৃতিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ; নতুন আবির্ভূত, পুনরায় আবির্ভূত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা। শ্রাব্দে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা এবং পরবর্তী টেকসই উন্নয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে দক্ষ স্বাস্থ্য জনশক্তি গঠন। গ্রহীতা কেন্দ্রিক সেবাদান ও সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

সংস্থার কার্যাবলী

- সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ;
- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম;
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অব্যাহত রাখা এবং আওতা সম্প্রসারণ;
- কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাস করা;
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জবায় পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ;
- নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা ও ই-হেলথ কর্মসূচী বাস্তবায়ন;
- চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম;
- জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিও পদক্ষেপ গ্রহণ;
- চিকিৎসা গবেষণা কার্যক্রমা গ্রহণ ও উন্নয়ন;
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন;
- সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন;
- চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- স্বাস্থ্য বা তদসংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করা।
- টেকসই উন্নয় লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

➢ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

- স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে নিয়মিতভাবে চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ, নিপাহ ভাইরাস, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এবং এডিস মশা নিধনসহ বিভিন্ন রোগের বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশনে সচেতনতা মূলক বাণী প্রচার করা হচ্ছে।
- জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও টেবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের টেবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব সুবিধার ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ফিল্ড লেভেল থেকে অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরি, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও ই-লার্নিংসহ তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- অনলাইন ডাটাবেইজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

- স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটে এর মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। এছাড়াও ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা/ সপ্তাহের ৭ (সাত) দিন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। টেলিনরের সাথে যৌথ সহযোগীতামূলক স্বাস্থ্যসেবার কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় সমন্বয় কেন্দ্রসহ ৯৪ টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়গুলো, সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকল মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সফটওয়্যারভিত্তিক ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যেখানে একসাথে ১০০জন ব্যক্তি অংশগ্রহন করতে পারে।
- দেশের সকল সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সেবার মান সম্পর্কে জনগনের অভিযোগ ও পরামর্শ জানা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসএমএস-ভিত্তিক চমৎকার ও উদ্ভাবনামূলক অভিযোগ/পরামর্শ জানানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিদিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অভিযোগগুলো দেখা হয় এবং সমাধান করা হয়ে থাকে।
- হেলথ সিস্টেম স্ট্রেন্থদেনিং (এইচএসএস) নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর এবিষয়ে **হেলথ মিনিস্টারস** পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল এবং ৪টি বিশেষায়িত হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৪৬৩টি প্রতিষ্ঠানে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেকট্রনিক্স অফিস এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফটওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএইচআইএস২ (DHIS2) সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। রুটিন হেলথ ইনফরমেশন সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর DHIS2 সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে। পৃথিবীর ৬৩টি দেশে এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয়। সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ।
- জাতিসংঘের কোইয়া (COIA) নামক একটি উদ্যোগের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সরকারী-বেসরকারী, এনজিও-দাতা সংস্থার সমন্বিত অংশগ্রহণে অনলাইনে প্রতিটি কমিউনিটির প্রসুতি মা ও অনুর্ধ ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের নিবন্ধন ও ট্রাকিং করার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যা এসডিজি অগ্রগতি পরিমাপ ও উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।
- ইউএসএআইডি এবং ডি.নেট নামক একটি স্থানীয় সংস্থার সহায়তায় আপনজন নামে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক মোবাইল ভয়েস ও এসএমএস ভিত্তিক পরামর্শ সেবা কার্যক্রম চালু আছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগে সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং খুলনায় এর একটি রিমোট ডিজেস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটি ইলেক্ট্রনিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে বসবাসকারী সকল নাগরিকের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই ডাটাবেইজ ভিত্তিক লাইফ টাইম শেয়ার পোর্টেবল সিটিজেনস ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরির কাজ চলছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল ষ্ট্যাস্টিটিকস নামে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আওতায় বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ইলেকশন কমিশন ভোটার ডাটাবেজ, স্বাস্থ্য ডাটাবেজ এবং নির্মীয়মান দারিদ্র ডাটাবেজসমূহ সমন্বিত করে আংগুলের ছাপ ও রেটিনার ছবিযুক্ত ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন তৈরির কাজ চলছে।
- প্রতিটি জেলা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে একটি করে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জিপিএস লোকেশনের জিও-কোঅর্ডিনেট সংগ্রহ করা হয়েছে যা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমে বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনাধীন সকল মানব সম্পদকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস) চালু করা হয়েছে। প্রায় দুই লক্ষের অধিক জনবলকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইন ট্রান্সফর, পোস্টিং, প্রোমোশন সহ অন্যান্য সকল কর্মকান্ড করা সম্ভব হচ্ছে। এ HRIS সফটওয়্যারের মাধ্যমে Online Application Process চালু করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ এইচআরআইএস সফটওয়্যারটি সম্মানজনক APICTA -2017 পুরস্কার লাভ করেছে।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অন লাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল ডিজিটালে রুপান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে।

- সকল তথ্য একটি জায়গা থেকে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে। এ ড্যাশবোর্ড পরিচালনার জন্য Tableau নামে একটি Business Inteligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হচ্ছে।
- জাতীয় ই-হেল্‌থ পলিসি এবং ই-হেল্‌থ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।
- আমাদের বিভিন্ন ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক সাউথ-সাউথ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তজার্তিক পুরস্কার পেয়েছে আমাদের কার্যক্রমসমূহ।
- জার্মান সরকার স্বাস্থ্য অধিপ্তরের এমআইএস শাখা কর্তৃক পরিচালিত রুটিন হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম বিশ্বের ১২৩ দেশের মধ্যে Best Practice হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে বার্লিন শহরে A Quiet Revolution- Strengthening the Routine Health Information System in Bangladesh শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।
- আমাদের এসব কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জিআইজেড, ইউএসএইড, আইসিডিডিআরবি, ডিএফআইডি, বিশ্বব্যাংক, এমএসএইচ, ইউএন-এসকাফ, ইউএনএফপিএ, জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দি চিলড্রেন, ব্রাক প্রভৃতি সংস্থা সাহায্য করছে।

কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)

ভূমিকাঃ

বকমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানস সন্তান এবং বর্তমান সরকারের সাফল্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যা দেশে-বিদেশে নন্দিত। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণ নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা পাচ্ছেন। এটি জনগন ও সরকারের যৌথ প্রয়াসে বাস্তবায়িত একটি কার্যক্রম। জনমূখী এ কার্যক্রম ১৯৯৬ সালে গৃহীত হয় যার বাস্তবায়ন শুরম্ন হয় ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৮-২০০১ সময়ে ১০০০০ এর অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত ও অধিকাংশই চালু করা হয় এবং জনগণ সেবা পেতে শুরু করে। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এ অবস্থা ২০০৮ সাল অবধি চলমান থাকে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় নদীভাংগন ও অন্যান্য কারণে ৯৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিক ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১০৬২৪ টি বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে ২০০৯ সাল হতে Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh (RCHCIB) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃরম্নজ্জীবিতকরণ কার্যক্রম শুরু হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯৮-২০০১ সময়ে নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত, জনবল পদায়ন, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ পূর্বক এবং নতুন নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়। এটি ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার অবিচ্ছেদ্দ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক পূনঃরম্নজ্জীবিতকরণের শুরু হতেই স্বাস্থ্য সেবার মূলধারার সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১১ হতে RCHCIB প্রকল্পের পাশাপাশি HPNSDP এর আওতায় Community Based Health Care (CBHC) অপারেশনাল প্ল্যান এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। RCHCIB প্রকল্পের মেয়াদ অন্তে জুলাই ২০১৫ হতে CBHC অপারেশনাল পম্নান এর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক এর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) জানুয়ারী ২০১৭ হতে জুন ২০২২ ইং মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অবদান রাখার ন্যায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) অবদান রাখবে। ৪র্থ এইচপিএনএসপি'র আওতায় কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি) অপারেশন পম্নানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

ভিশনঃ ২০৩০ সালের মধ্যে সব বয়সের সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মিশনঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী ও টেকসই করার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য, সহজগম্য এবং সেবার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সাধারণ উদ্দেশ্যঃ জনগণের নিকট মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য, সহজগম্য এবং সেবার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সিবিএইচসি এর যাবতীয় কার্যক্রম নিমণবর্ণিত কম্পোনেন্টসমূহের মাধ্যমে বাসম্মবায়িত হচ্ছেঃ

১. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে হেলথ আউটকাম পরিমাপ (খানা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও হেলথ কার্ড বিতরণ)
২. কমিউনিটি ক্লিনিকে স্টাফিং ও সুপারভিশন
৩. কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা
৪. রেফারেল ব্যবস্থা
৫. টেকসই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

বাজেটঃ

১. **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৭৩৯২৫.৩৬ লক্ষ্য (জিওবি: ২৮৮০৪১.৩৪, আরপিএ জিওবি: ৭০৩০০.০২, আরপিএ অন্যান্য: ১৩৮১৪.০০, ডিপিএ: ১৭৭০.০০)

২. **সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪২০০৫০.০০ লক্ষ্য (জিওবি: ৩৩৮১২৩.৪২, আরপিএ জিওবি: ৬৭৬২৮.২৪, আরপিএ অন্যান্য: ১৪০৭৮.৩৪, ডিপিএ: ২২০.০০)

৩. **ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২১ পর্যন্ত):** ২৫৮৭৩১.৪৭.০০ লক্ষ্য (জিওবি: ২০৭৭৩৩.৭৭, আরপিএ জিওবি: ৪৪৮২৮.২৪, আরপিএ অন্যান্য: ৬১৬৯.৪৬)

৪. **আরএডিপি বরাদ্দ (২০২১-২২):** ৭৪৪২৮.০০ লক্ষ্য (জিওবি: ৬১২০০.০০, আরপিএ জিওবি: ১০৫৪৭.০০, আরপিএ অন্যান্য: ২৫৭১.০০, ডিপিএ: ১১০.০০)

৫. **২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক এডিপি বরাদ্দ:**

জনবলের তথ্যঃ

- **কর্মরত জনবলের সংখ্যাঃ** বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৩৬৭০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কর্মরত আছে। (সিএইচসিপি) শূন্যপদের বিপরীতে৭৯৮ জন সিএইচসিপিসহ ৮০৯ টি পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

কার্যক্রমসমূহঃ ১. মেজারিং হেলথ আউটকামঃ কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে হেলথ আউটকাম পরিমাপ। এলক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকার খানাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং ইন্ডিভিজুয়াল হেলথ আইডির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। সংগৃহীত পপুলেশন ডাটার সাথে সার্ভিস ডাটার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকে জনগণের প্রবেশযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, সেবা গ্রহণে সমতা এবং সর্বোপরি মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন পরিমাপ করা।

২. স্টাফিং ও সপিারভিশনঃ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের যথাযথ পদায়ন। সিসি'তে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং কাজের সমন্বয়। নিয়মিতভাবে সিসি পরিদর্শন, মোবাইল ট্রাকিং এবং অনলাইনে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সিসি কার্যক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং।

৩. কমিউনিটি এনগেজমেন্টঃ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থানীয়ভাবে পরিচালনা এবং জনগণকে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রচার প্রচারণায় কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি), কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি), স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ারগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

৪. রেফারেল ব্যবস্থাঃ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে উচ্চতর সেবাকেন্দ্র/হাসপাতালে জটিল ও জরুরী রোগীদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন রেফার করা। এজন্য একটি কার্যকরী রেফারেল ব্যবস্থা এবং লিংকেজ প্রতিষ্ঠা করা।

৫. টেকসই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা; কমিউনিটি ক্লিনিকের জনবল স্থায়ীকরণ, বেতন-ভাতাদি নিশ্চিতকরণ, সিসি'তে প্রয়োজনীয় ঔষধ, সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ;

জনবলের মৌলিক প্রশিক্ষণ, মহিলা সিএসসিপিদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণসহ যুগোপযোগি উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান; সিসি নেই এমন দূর্গম এলাকায় মোবাইল মেডিকেল টিম পরিচালনা।

সাফল্য/অর্জনঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রাঃ সারাদেশে মোট ১৪৮৯০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।
- নির্মিত কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ১৪১৮২ টি নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ১৪০৩৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে এবং এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ২০০৯ হতে পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ১১৪ কোটির অধিক ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে ১২ কোটির অধিক জরুরী ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১০.৫৬ কোটির অধিক এবং জুলাই ২০২১ মাসে ৮২.১০ লক্ষ;

আগষ্ট ২০২১ মাসে ৮৯.৪২ লক্ষ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে ৯২.৮২ লক্ষ ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করেছেন।

- স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যাঃ সারাদেশে ৪০০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে সম্পন্ন স্বাভাবিক প্রসবের সংখ্যাঃ ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ এর অধিক স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদেয় ঔষধ এর পরিমানঃ কমিউনিটি ক্লিনিকে বর্তমানে ২৭ প্রকার ঔষধ এবং ২ প্রকার পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রায় ১.৫৫ লক্ষ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহঃ সারাবিশ্বে চলমান করোনা মহামারী মোকাবেলা এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের ব্যবহারের জন্য প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৪০০ টি মাস্ক, ১০০ জোড়া গ্লাবস ও ১০ টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি গ্রুপ সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ২,৩৭,০০০ টি মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী এবং গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জঃ

১. অবকাঠামোগত সমস্যা:

সে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক ১৯৯৮সময়ে নির্মিত হয়েছিল তার অধিকাংশেরই অবকাঠামো নাজুক এবং বেশীর ভাগই মেরামত ২০০১-টি পুন২০০০ সাল নাগাদ ২০২২ অযোগ্য। সেগুলি পুনঃ নির্মাণ আবশ্যক।ঃনির্মাণের পরিকল্পনা আছে। তবে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

২. ৭৫০ টি সিএইচসিপি পদ শুন্য থাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা আব্যশক।

৩. মাঠ পর্যায়ে সিএইচসিপি, এইচএ এবং এফডব্লিও এর কার্যক্রমে সমন্বয়ের অভাব।

৪. কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যবহৃত বেশিরভাগ ল্যাপটপ ব্যবহার অনুপযোগী এবং নষ্ট হয়ে গেছে। নুতন ল্যাপটপ সরবরাহ করা আবশ্যক।

৫. প্রশাসনিকঃ অপারেশন প্লানের বিভক্তি যার ফলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টে হস্তান্তর ও বাস্তবায়ন

<u>কর্মসংস্থান নিয়োগ সংক্রামন্ত তথ্যদিঃ</u>

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর গ্রামীন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগন বিশেষতঃ মা ও শিশুদের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে ইউনিয়নস্থ প্রতিটি সাবেক ওয়ার্ডে ১ টি করে সর্বমোট ১৪৮৯০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১ জন করে মোট ১৪৮৯০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- বর্তমানে ১৩৬৭০ জন সিএইচসিপি কর্মরত আছে।
- অবশিষ্ট ১২২০ টি পদের বিপরীতে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সাপেক্ষে সিএইচসিপি নিয়োগ প্রদান করা হবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা ও যথাযথ সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের বিপরীতে ৫ জন করে স্থানীয় বেকার যুব সমাজের মধ্য হতে সারাদেশে সারাদেশে ১০৬ টি উপজেলায় মোট ২১০৩৬ জন মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার নিযোজিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার বাছাই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

<u>২০২১-২২ অর্থ বছরে সিবিএইচসি এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিঃ</u>

মেজারিং হেলথ আউটকাম :

(ক) কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার সমতা ও যথাযথ ব্যবহার নিরুপনের জন্য (কর্ম এলাকার প্রতিটি খানার প্রতিটি সদস্যের তথ্যাদি সংগ্রহ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রদত্ত সেবা সমূহের তথ্যাদির মধ্যে যাচাই এর মাধ্যমে) স্বাস্থ্য কার্ড ও তথ্য সংগ্রহের ফর্ম চুড়ান্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের ষ্টাফিং ও সুপারভিশন :

১) সারাদেশে বর্তমানে ১৩৬৭০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) কর্মরত আছে। প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায় হতে নিয়মিত সিএইচসিপিদের কার্যক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

২) কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় টেকনিক্যাল সুপারভিশন চেকলিষ্ট প্রণয়ন এবং সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসক কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে। এ চেকলিষ্টটি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ে তথ্যাদি আসছে ও পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং করা হয় এবং এটি চলমান আছে।

৩) এছাড়া প্রথমসারির তত্ত্বাবধায়কগণ তাদের জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট ব্যবহার করে কমিউনিটি ক্লিনিক মনিটরিং ও সুপারভিশন করছেন।

কমিউনিটি এনগেজমেন্ট :

১) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে টিওটি সম্পন্ন হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

২) মাল্টি পারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োজিতকরণঃ

- কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম অধিকতর বেগবান করা, যারা সেবা নিতে আসছে না/যারা চিকিৎসা সম্পূর্ণ করছেন না/ ড্রপআউট/ ফলোআপে আসছেন না তাদেরকে সেবা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করা হবে মর্মে মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার নিয়োজিতকরণ নীতিমালা সম্বলিত পরিচালন সহায়িকা চুড়ান্ত এবং ৪০০০ সহায়িকা মুদ্রন করা হয়েছে।
- জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার আই,ই,সি সামগ্রী প্রণয়ন, মুদ্রন ও সরবরাহ করা হয়েছে। সেগুলি সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহন বৃদ্ধিতে নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। সামগ্রী সমূহ : ব্রোসিওর, নিউজলেটার, টিভিস্পট, ডকুমেন্টারী, ক্যালেন্ডার, নোটবই, সোনালী আলো ফ্লাশকার্ড, বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার, ফোল্ডার, ইত্যাদি।
- সামাজিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠা : অপেক্ষাকৃত দূর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক ঘিরে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ : ক্যাম্পেইন, পোষ্টার, লিফলেট, ফ্লাশকার্ড, টিভি স্পট এর ব্যবহার, কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ , স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অধিকতর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, অন্য সকল এলাকায় ইতিপূর্বে এটি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে সকল এলাকায় ইতিমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক ঘিরে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

রেফারেল সিস্টেম :

ক) রেফারেল বিষয়ে নীতিমালা ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি অনুসরন পূর্বক কমিউনিটি ক্লিনিক হতে জরুরী ও জটিল রোগীদের উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হচ্ছে বিশেষতঃ দীর্ঘ মেয়াদী অসংক্রামক রোগী (উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস)।

সাসটেইনিং ইনস্টিটিউশানালাইজেশন :

১) কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি যাতে মানসম্মত সেবা প্রদানসহ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ও নিরবচ্ছিন্ন ঔষধ, এমএসআর এবং অন্যান্য সকল সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২০-২১ বৎসর পর্যন্ত সারাদেশে মোট চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৪০৩৭ টি। চালু সকল কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় ঔষধ সরাবরাহ অব্যাহত আছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কমিউনিটি ক্লিনিকে ১,৪৬,১৯৯ কার্টুন (প্রতি কার্টুনে ২৭ আইটেম) ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

২) কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৪৪৮৫ কার্টুন (প্রতি কার্টুনে ৩৫ আইটেম) এমএসআর সরবরাহ সরবরাহ করা হয়েছে।

৩) কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যবহারের জন্য সারাদশে মোট ১৫৪৫৭ কার্টুন (প্রতি কার্টুনে ১৭ আইটেম) স্টেশনারী সরবরাহ করা হয়েছে।

৪) সারাদেশে ১৩৮৮১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যবহারের লক্ষ্যে ৭ প্রকারের রেজিষ্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

৫) সারাবিশ্বে চলমান করোনা মহামারী মোকাবেলা এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) দের ব্যবহারের জন্য প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৪০০ টি মাস্ক, ১০০ জোড়া গ্লাবস ও ১০ টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি গ্রুপ সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ২,৩৭,০০০ টি মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

৬) কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯০ টি, ১৬৬২ টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার ও ১৩৮৮১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পোস্টার ও ব্যানার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক এর মাধ্যমে ৩,৪২,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

৭) নোয়াখালী জেলায় ভাসনচরে সাধারণ জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

স্থানীয় উদ্যোগে অনেক কমিউনিটি ক্লিনিকে মাটিভরাট, রাস্তানির্মাণ, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক বিল পরিশোধ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

৩) ইতিমধ্যে সিংহভাগ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থানীয় তহবিল গঠন করেছে এবং এর মাধ্যমে কমিউনিটি গ্রুপ কর্তৃক কমিউনিটি ক্লিনিকের ছোটখাটো মেরামত, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

<u>আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ</u>

কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণঃ ২০২২ সাল নাগাদ সর্বমোট ১৪৮৯০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে নতুন মডেলে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট (স্বাভাবিক প্রসব কক্ষসহ) কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হচ্ছে। পরবর্তীতে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক নতুন মডেল অনুযায়ী নির্মিত হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক চালুকরণঃ ২০২২ সাল নাগাদ সারাদেশে ১৪৮৯০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালুকরা হবে।

জনবল নিয়োগঃ সর্বমোট ১৪৮৯০ টি পদের বিপরীতে অবশিষ্ট পদসমূহে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সাপেক্ষে সিএইচসিপি নিয়োগ প্রদান করা হবে।

ঔষধ সরবরাহঃ পরবর্তীতে বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ঔষধের তালিকা ও পরিমান পুনঃনির্ধারন করা হবে।

প্রশিক্ষণঃ নতুন নিয়োগকৃত সকল সিএচিসিপিদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া সকল সিএইচসিপিদের পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কর্মরত সকল মহিলা সিএইচসিপিদের Community Skilled Birth Attendant (CSBA) প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

অনলাইন রিপোর্টিং ও ই-হেলথ্ঃ পর্যায়ক্রমে সারাদেশে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ই-হেলথ সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

স্বাভাবিক প্রসবঃ পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালু করা হবে।

শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিকের পুরস্কার প্রদানঃ কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারীদের উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিকের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

হেলথ আওটকাম নিরূপনঃ প্রতিটি গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খানা ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কার্ড বিতরণের পরিকল্পনা আছে। এর মাধ্যমে পরিবাররের তথ্য ও কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানের তথ্য যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার সাম্যতা ও যথাযথ ব্যবহারের অবস্থা নিরুপন করা সম্ভব হবে।

উপজেলা হেলথ কেয়ার (ইউএইচসি)

দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

উপজেলা হেলথ কেয়ার (ইউএইচসি) অপারেশনাল প্ল্যানটি ০৪ (চার)টি কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রতিটি কম্পোনেন্ট-এর কাজসমূহ সুনির্দিষ্ট করা আছে।

কম্পোনেন্ট-১: উপজেলা হেলথ সার্ভিস স্ট্রেংথেনিং ও রেফারেল সিস্টেম

- স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি কার্যকরী উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- উপজেলার অধিক্ষেত্রে এবং তদুর্ধ্ব পর্যায়ে একটি কার্যকর রেফারেল পদ্ধতি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স এবং নদী ও হাওড়বেষ্টিত উপজেলাসমূহের জন্য নৌ-অ্যাম্বুলেন্স/স্পীডবোট কাম অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় ও সরবরাহ।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে ঔষধ, ইকুইপমেন্ট (ইসিজি মেশিন, অপারেশন থিয়েটারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি), মেশিনারিজ (আল্ট্রসনোগ্রাফি মেশিন, এক্সরে-মেশিন, জেনারেটর, ফটোকপিয়ার), লজিস্টিক্স নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমুহের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা। জরুরী বিভাগে দায়িত্বপালনকারী চিকিৎসকের কক্ষ আধুনিকীকরণ।
- দেশের চর/হাওড় বেষ্টিত এলাকাসহ প্রত্যন্ত ও দূর্গম অঞ্চলে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্বগুণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহে আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি জোরদার করা।
- উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমুহের পরিচ্ছন্নতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা চালু করা।
- উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমুহের মানোন্নয়নের জন্য যে কোন স্থানীয় উদ্ভাবনী কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- একটি কার্যকর সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের জন্য জীপগাড়ি (Cross Country Vehicle) ক্রয় ও সরবরাহ।

কম্পোনেন্ট- ২: মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- উপজেলা পর্যায়ে একটি কার্যকর এবং টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সংক্রামক বর্জ্যকে অক্ষতিকারক বর্জ্যে রূপান্তরের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য অটোক্লাভ ক্রয় ও সরবরাহ।
- বর্জ্য অপসারন কর্মীদের জন্য পারসোনাল প্রটেক্টিভ গিয়ার/ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সংক্রামক এবং ধারালো বর্জ্যের চুড়ান্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব পিট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আর্থিক চুক্তি বা সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত সাধারণ বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করা। এজন্য উপজেলায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান।
- মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলের যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। এজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন হালনাগাদ করা।
- উপজেলা পর্যায়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ সকল অংশীজনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা ।

- মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কম্পোনেন্ট- ৩ : ট্রাইবাল হেলথ

- পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন সমতল ও উপকূলীয় অঞ্চলের জাতিগত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষদেরকে মূলধারার সরকারী স্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্ক এর আওতায় নিয়ে আসা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলার জাতিগত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জন্য জেলাভিত্তিক এবং সমতলের জন্য জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক আলাদা আলাদা কর্মকৌশল প্রণয়ন করা। এ লক্ষ্যে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা/ উপজেলা পরিষদ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জাতিগত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি সহ অন্যান্য অংশীজন সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে এডভোকেসি সভার আয়োজন করা।
- সনাতন/প্রথাগত লোকজ চিকিৎসা গ্রহণের প্রচলিত প্রবণতা থেকে স্বাস্থ্য আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারী স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র থেকে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা গ্রহণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, সনাতন উপশমকারী, কারবারী, পাড়া প্রধান, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া কর্মীদের নিয়ে এডভোকেসি সভার আয়োজন করা।
- পাহাড়ি এবং সমতলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনগনের মাঝে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি অধ্যুষিত দুর্গম এলাকাগুলোতে নিয়মিত মোবাইল মেডিকেল টীমের মাধ্যমে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনগণকে মূল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে আরও বেশি সংযুক্ত করা।
- মোবাইল মেডিকেল টীমের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সরাঞ্জামাদির সরবরাহ এবং আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করা; এর সাথে সম্পৃক্ত সেবাদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ম্যানেজমেন্ট ইনফোরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জনগনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

কম্পোনেন্ট- ৪ : আরবান হেলথ

- নগর এলাকায় অবস্থিত সরকারী আউটডোর ডিসপেনসারি (জিওডি) সমূহে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স সরবরাহের মাধ্যমে কার্যকরী এবং মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
- নাগরিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী, কারখানা শ্রমিক এবং ভাসমান মানুষের জন্য নিয়মিতভাবে স্যাটেলাইট ক্লিনিক/ মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।
- মোবাইল মেডিকেল টীমের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সরাঞ্জামাদির সরবরাহ এবং আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করা; এর সাথে সম্পৃক্ত সেবাদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে জিওডিসমূহ আধুনিকীকরণ।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান করা।
- সকল অংশীজন নিয়ে এডভোকেসি সভার মাধ্যমে নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার মানোন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে জিওডিসমূহে সেবা প্রদান কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

প্রশিক্ষনঃ

১। ইউএইচএসএস এ্যান্ড আরএস কম্পোনেন্টে ২৮৭ টি ব্যাচে মোট ১৮৯৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২। ট্রাইবাল হেলথ কম্পোনেন্টে ৪৫ টি ব্যাচে মোট ১৫৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩। আরবান হেলথ কম্পোনেন্টে ১৫ টি ব্যাচে মোট ৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপঃ

১। ইউএইচএসএস এ্যান্ড আরএস কম্পোনেন্টে ০৮ টি ওয়ার্কশপে মোট ২৯১ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
২। ট্রাইবাল হেলথ কম্পোনেন্টে ০৫ টি ওয়ার্কশপে মোট ১৩৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
৩। আরবান হেলথ কম্পোনেন্টে ০২ টি ওয়ার্কশপে মোট ৭৮ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
৪। সুপারভিশন ও মনিটরিং কম্পোনেন্টে ২৪ টি ওয়ার্কশপে মোট ৫৮১ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

উপজেলা হেলথ সিস্টেম ও রেফারেন্স:

১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি, এমএসআর ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। যেমন: আল্ট্রাসনোগ্রাম-২২, ইসিজি মেশিন-৪০, সেমি-অটো এ্যানালাইজার-২০, হট এয়ার স্টেরিলাইজার-১৫, ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর- ২০, ডায়াথার্মি মেশিন- ২০টি, ফিটাল ডপলার- ২০টি, আইপিএস- ২০টি ক্রয় করা হয়েছে।

২। উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নখাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত ৩১ জন জনবলের বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে।

৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ০৭ (সাত) প্রকার ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী সরবরাহ করা হয়েছে, যেমন- বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ, ব্লাড কালেকশান মনিটর, প্লেটিলেটর ইনকিউবেটার, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, ড্রাইং ওভেন ইত্যাদি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর জন্য আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) ৪০০০ টি, রেফারেল গাইড লাইন ৬৫০০ টি, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইড ৫০০০ টি, লিডারশীপের ৭০০ টি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৪০০০ টি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে।

৫। প্রধান কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ও স্টেশনারী সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬। ৪৩০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪২ (বিয়াল্লিশ) প্রকার ঔষধ ও এমএসআর সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

৭। জরুরী রোগী পরিবহনের নিমিত্তে ৩০ (ত্রিশ) টি সাধারণ এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

১। ২৬ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান সম্মত ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পিট নির্মানের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৯,৬০৪,০০০/- (এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ চার হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পিট নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

২। ৪০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও তদনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কর্মরত ৪৮৯৪ (চার হাজার আটশত চুরানব্বই) জন কর্মীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

৩। মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা তৈরির জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল খান, ভিডিও ডকুমেন্টারি বিলবোর্ড, পোস্টার এবং লিফলেট তৈরি এবং বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উপজেলা হেলথ কেয়ার (ইউএইচসি) অপারেশনাল প্ল্যানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পিট নির্মাণ তালিকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বানারীপাড়া
চট্টগ্রাম	লক্ষিপুর	রামগতি
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	হোমনা
ঢাকা	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ
ঢাকা	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ফটিকছুড়ি
খুলনা	মাগুড়া	শালিখা
বরিশাল	বড়গুনা	আমতলী
খুলনা	নড়াইল	লোহাগড়া
খুলনা	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ
ঢাকা	শরীয়তপুর	ডামুন্ডা
রংপুর	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ
রংপুর	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি
খুলনা	যশোর	বাঘারপাড়া
খুলনা	সাতক্ষীরা	দেবহাটা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া
ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং
সিলেট	সিলেট	বিয়ানীবাজার
সিলেট	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর
রাজশাহী	বগুড়া	ধনুট
ময়মনসিং	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ

ট্রাইবাল হেলথঃ

ক) ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৭০টি উপজেলায় মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে প্রয়োজনীয় এমএসআর (৩৭ রকম) সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধ্যুষিত ৭০টি উপজেলায় পাহাড়ী ও সমতল এলাকা) স্থানীয় পর্যায়ে ডাক্তার, স্যাকমো, ফার্মাসিস্ট ও সহায়ক কর্মী সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের মাধ্যমে ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীসহ ৭৫০টি মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে।

আরবান হেলথঃ

১। বস্তিবাসী, গার্মেন্টস কর্মী ও ভ্রাম্যমান জনগণের নিকট প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌছাঁনোর লক্ষে ঢাকা সহ ৭টি বিভাগীয় শহরে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ডাক্তার, প্যারামেডিক, ফার্মাসিষ্ট ও অন্যান্য সহযোগী কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার পূর্বক ১৫০টি মেডিকেল ক্যাম্প সিভিল সার্জন মহোদয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট ও লজিস্টিকসঃ

১। ৪২০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৬ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
২। ১২৮৭ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৬ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
৩। ৪০০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪০ আইটেমের (ইমারজেন্সি বিভাগ) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
৪। ৪০০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৫ আইটেমের (ইডিসিএল বহির্ভূত) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
৫। ১২২৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১৩ আইটেমের (ইডিসিএল) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।

৬। ৪২০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৫ আইটেমের (ইডিসিএল বহির্ভূত) ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
৭। ১৮৪ টি (আরবান হেলথ) সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ৩৩ আইটেমের ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
৮। ৭০ টি (ট্রাইবাল হেলথ) সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ৩৩ আইটেমের ঔষধ ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৯। ১৩৬ টি (আরবান হেলথ) আরবান ডিসপেনসারি / সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২৬ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা
১০। ৭০ টি (ট্রাইবাল হেলথ) উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৪ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১১। ৪২০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১২। ৪২০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৭ আইটেমের এমএসআর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১৩। ১৪৩ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ০১ আইটেমের ওয়াটার পিউরিফায়ার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১৪। ১৬ টি আরবান ডিসপেনসারিতে ১১ আইটেমের মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১৫। ১৩০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (ইমারজেন্সি বিভাগ) ৯ ফার্নিচার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
১৬। ৩০ টি উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩০ এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।

আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারভিশন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইউএইচসি ওপি হতে ক্রসকান্ট্রি জীপ গাড়ি সরবরাহ করা।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তার জন্য ডিউটি রুম সুসজ্জিত করা।
- যথাযথ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পিট নির্মাণ করা।
- আরবান হেলথ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আরবান ডিসপেনসারিগুলো আধুনিকায়ন করা।
- ট্রাইবাল হেলথ কর্মসূচীর আওতায় ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী জনগনের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল মেডিকেল-টিমের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করণ।
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়াটার পিউরিফায়ার প্রদান করা।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

১। এ্যাম্বুলেন্স বিতরণঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ১১০ টি রোড এ্যাম্বুলেন্স বিতরণের অপেক্ষায়

প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড রিসার্চ

অপারেশনাল প্ল্যানের কম্পোনেন্ট অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

(ক) উপাদান-১: পরিকল্পনা

(খ) কম্পোনেন্ট-২: মনিটরিং

(গ) উপাদান-৩: গবেষণা

(ঘ) উপাদান-৪: DGHS এর পরিকল্পনা ও গবেষণা ইউনিট শক্তিশালীকরণম

(ঙ) উপাদান ৫: জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (FDMN) কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- ✓ ১৬৭ জন হেলথ ম্যানেজারকে (লাইন ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা) SDG, UHC, Priorities of 4th HPNSP বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ✓ ১১০ জন হেলথ ম্যানেজারকে (ডেপুটি ডাইরেক্টর, সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা) Planning & Implementation এবং ২৮৭ জনকে Health System Operationality Assessment বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ✓ ২৮টি উপজেলাতে Support to Upzilla Health Via District Manager বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।
- ✓ ১২টি ADP Monitoring Meeting সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ ৫০টি Monitoring কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ✓ ৮৯টি গবেষণা কার্যক্রম পিএমআর এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে এবং ৬৩টি গবেষণা কার্যক্রম বিএমআরসি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

জনবল সংকট এবং দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা।

সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/দপ্তর/পরিদপ্তর/বিভাগের সহিত সমন্বয়ের ঘাটতি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

চলমান ফিজিবিলিটি স্টাডি দুটি সম্পন্ন করা এবং ভবিষ্যতেও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ জাতীয় স্টাডিসমূহ পরিচালনা করা।

অপারেশনাল প্ল্যানে অনুমোদিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখা।

মেটারনেল নিওনেটাল চাইল্ড এন্ড এ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমএনসিএন্ডএএইচ)

প্রোগ্রামের সংখ্যাঃ ৪টি

- ইপিআই
- ম্যাটারনাল হেলথ
- এনএনএইচপি অ্যান্ড আইএমসিআই
- অ্যাডোলসেন্ট অ্যান্ড স্কুল হেলথ

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

- অনূর্ধ্ব ১বছর বয়সী শিশুদের পূর্ণ টিকাদান কাভারেজ জাতীয় পর্যায়ে ৯৫% এবং প্রতিটি জেলায় ৯০% এ উন্নীতকরণ
- সন্তান ধারণক্ষম নারীদের টিডি-৫ টিকাদান কাভারেজ জাতীয় পর্যায়ে ৮০% এবং প্রতিটি জেলায় ৭৫% এ উন্নীতকরণ
- দেশে বিরাজমান পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখা
- জাতীয় পর্যায়ে হাম ও রুবেলা টিকা কাভারেজ ৯৫% এবং ২০২৩ সাল নাগাদ দেশ থেকে হাম, রুবলা ও কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম দূরীকরণ
- নতুন ও স্বল্প ব্যবহৃত টিকা দ্বারা রোগ প্রতিরোধ
- মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার দূরীকরণ অবস্থা বজায় রাখা
- নিরাপদ ইঞ্জেকশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
- ইম্যুনাইজেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আই- এমআইএস) জোরদারকরণ

১ জুলাই, ২০২১- ৩০ জুন, ২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী/ সাফল্যঃ

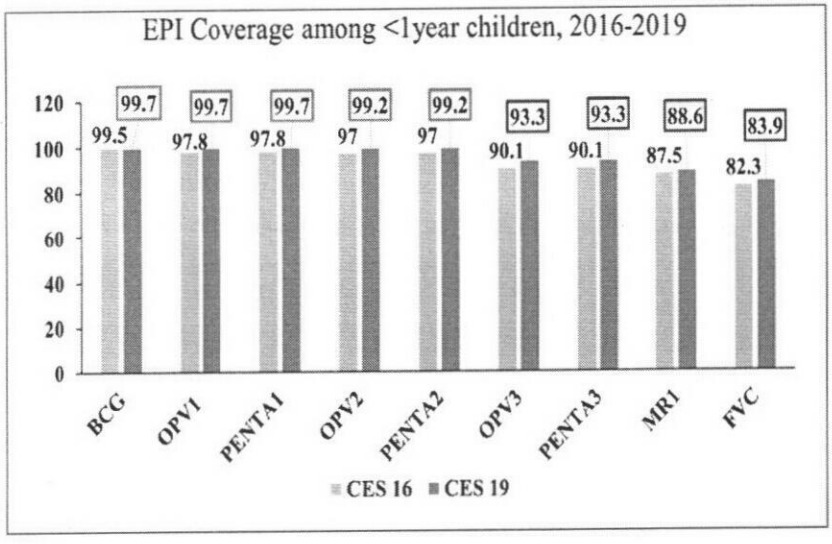

Progress towards Measles-Rubella elimination

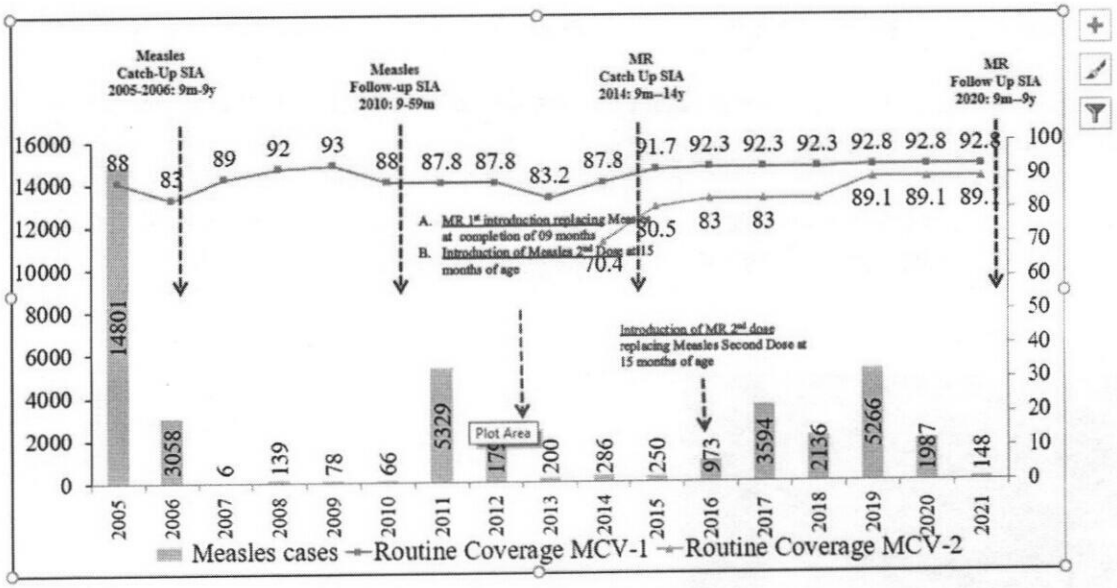

আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

- **প্রস্তুতকৃত "কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার গাইডলাইন" অনুযায়ী দেশের নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম গতিশীল রাখা**
- আরবান ইম্যুনাইজেশন স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন।
- দেশব্যাপী ইভিএম (কার্যকর ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে এইচপিভি ভ্যাকসিন অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- কোভিড-১৯ মহামারীকালে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা
- টিকা (প্রতিরোধক) আইন ২০১৮, জাতীয় টিকা নীতি চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন
- দেশব্যাপী সকল শিশুর পূর্ণ টিকা প্রাপ্তি (Full Vaccination) নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ড্যাশবোর্ড, বুলেটিন, অ্যালার্ট সিস্টেম ও রিয়াল টাইম মনিটরিং এর মাধ্যমে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম এর সুপারভিশন ও মনিটরিং অব্যাহত রাখা
- কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে নিয়মিত টিকাদান এর আওতাধীন টিকা হতে বঞ্চিত যে সকল শিশু ইতিমধ্যেই কর্মসূচীর উদ্দীষ্ট বয়স (২বছর) অতিক্রান্ত করেছে তাদের টিকা নিশ্চিত করতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ
- নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি বাদ পড়া/ ঝরে পড়া শিশুদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে দেশব্যাপী ক্যাচ আপ ক্যাম্পেইন পরিচালনা
- DHIS2- এর মাধ্যমে বিভাগ/ জেলাওয়ারী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে টিকাদান কার্যক্রম ও ভিপিডি সারভিল্যান্স পর্যালোচনাপূর্বক অবহিতকরণ ও ফিডব্যাক গ্রহণ অব্যাহত রাখা
- নগরাঞ্চলের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিপ্রবণ ও দুর্গম জনগোষ্ঠীতে টিকাদান কার্যক্রম জোরদারকরণ
- নগরাঞ্চলে টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করতে ইউনিসেফের সহায়তায় ৪টি সিটি কর্পোরেশনে গৃহীত এমএসিপি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান
- ইপিআই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান (ERC, LC, NCCPE, NVC, NITAG and others)।
- ভিপিডি সারভিল্যান্স চলমান রাখার পাশাপাশি এর রিপোর্টিং ও তদন্ত জোরদারকরণ।
- জাতীয় পোলিও- মিজেলস ল্যাবরেটরির কার্যক্রম এ সহায়তা অব্যাহত রাখা
- এসটিএসসির সুপারিশ অনুযায়ী এনসিআইপি এবং আইসিসির যৌথ সভায় ২০২০ সালের তৃতীয় প্রান্তিক হতে ফেইজ ভিত্তিক এবং পরবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে রোটারিক্স ভ্যাকসিন অন্তর্ভূক্ত করা

- এসটিএসসির সুপারিশক্রমে এনসিআইপি এবং আইসিসির যৌথ সভায় ১৫-২৩ মাস বয়সী সকল শিশুদের পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের প্রথম বুষ্টার ডোজ চালু করা
- এসটিএসসির সুপারিশ অনুযায়ী এনসিআইপি এবং আইসিসির যৌথ সভায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে টিকা প্রদান সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ বয়স ২ (দুই) বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৫ (পাঁচ) বছরে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
- কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে বাদ পড়া/ ঝরে পড়া শিশু ও নারীদের তালিকা তৈরি ও মাইক্রোপ্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী সেশনেই তাদের টিকা নিশ্চিতকরণ
- Dhis2 তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে লো-কভারেজ এলাকা শনাক্তকরণ, কারণ নির্ণয় ও তা সমাধানের মাধ্যমে কাভারেজ বৃদ্ধিকরণ
- হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০২০ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত অনলাইন মাইক্রোপ্ল্যান পদ্ধতি, মনিটরিং ও সুপারভিশন অ্যাপ নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা
- টিকা সেবা, হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, টিকা ও কোল্ড চেইন ম্যানেজমেন্ট ও সারভিল্যান্স (টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগে/ ভিপিডি ও টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া/ এএইএফআই সারভিল্যান্স) জোরদারকরণ

কোভিড-১৯ টিকাদান সহায়িকা

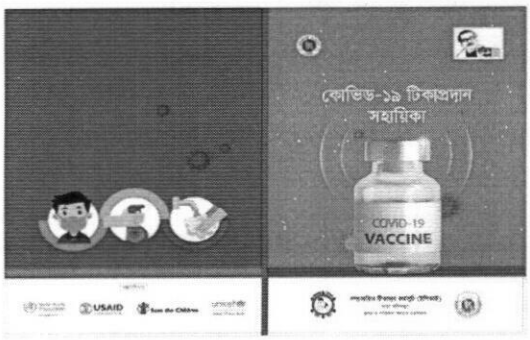

এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম (২০২১-২২)

২০২১- ২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/সাফল্য নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- সারাদেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর আইএমসিআই গাইডলাইন অনুসারে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আইএমসিআই কর্ণারে পাশাপাশি কাউন্সেলিং করা হচ্ছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১১৮৭ জন ডাক্তার, ৭৭৮ জন নার্স, ১৮৪ জন মিডওয়াইফ, ২১৬ জন স্যাকমো, ৮৩ জন পরিসংখ্যানবিদ, ২৮,০২০ জন কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ এবং মাল্টি পারপাস হেলথ ভলান্টিয়ারদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে আইএমসিআই প্রটোকল অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং অপুষ্টি আক্রান্ত বাচ্চা সনাক্ত ও রেফারেল সম্ভব হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন সময়ে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন ও ১০৮৩ জন সেবা প্রদানকারীদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- জন্মের পর পর নবজাতকের নাভীতে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে নিওনেটাল সেপসিস অনেক কমে গেছে।
- ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের কারণে Low birth weight বাচ্চাদের ও Preterm বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় Thermal Care এর জন্য ২৫০টি KMC কর্ণারের মাধ্যমে ৭৫৬০ জন নবজাতককের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছে
- SCANU & NSU তে সরবরাহের জন্য ১৫০ টি Radiant warmer ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে অসংখ্য বাচ্চার Thermal Care নিশ্চিত হয়েছে।
- জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য কর্মকৌশল ২০২১-২০৩০ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষাধীন আছে।

MNCAH Context:

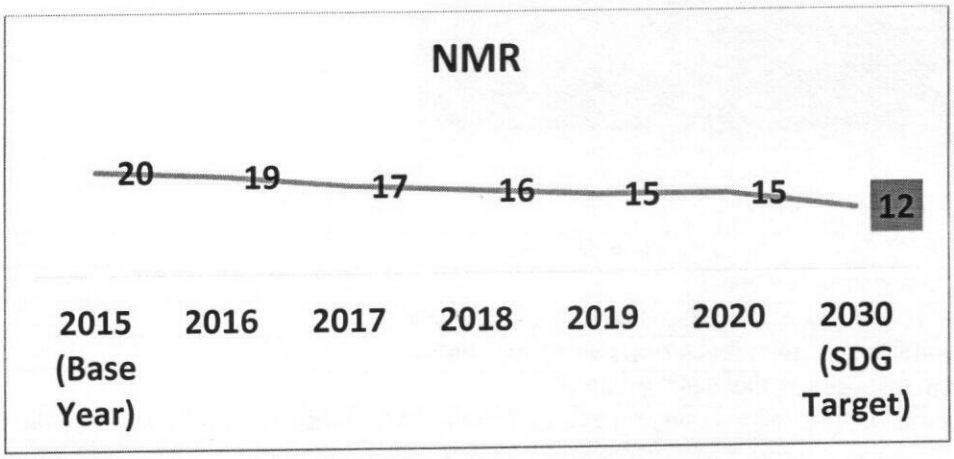

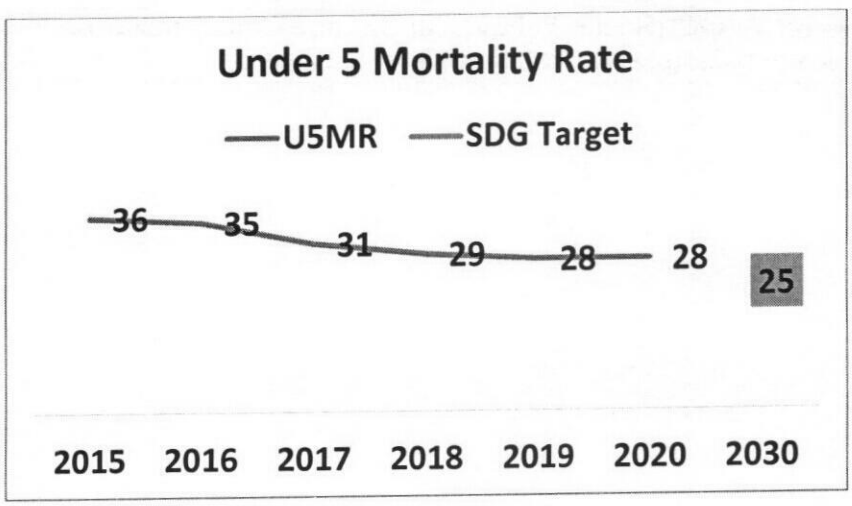

(খ) এমএনসিএন্ডএএইচ ওপির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/সাফল্য নিম্নরূপঃ

০১	ন্যাশনাল নিওনেটাল হেলথ্ স্ট্রাটেজী ২০২১-২০৩০ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন।
০২	ন্যাশনাল চাইল্ড হেলথ্ স্ট্রাটেজী প্রিন্টিং ও সরবরাহ।
০৩	সারাদেশে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সম্বলিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩০০ এ উন্নীত করা।
০৪	দেশব্যাপী নবজাতকের নাভীতে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার শতকরা ৯০ এ উন্নীতকরণ।
০৫	প্রতিটি জেলা হাসপাতালে একটি করে স্ক্যানু সমৃদ্ধ ইউনিট সংযোজন।
০৬	নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুর প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদী ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।
০৭	সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে নিয়মিত SCANU ও IMCI কর্নার (জেলা, উপজেলা) পরিদর্শন করা
০৮	জনসাধারণের সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসবিসিসি (Social Behavioral Change Communication) কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে টিভিসি (এড), সোস্যাল মিডিয়া (ফেসবুক) এবং টেলিমেডিসিন সেবা তরান্বিত করা।

চলমান একটি এএনসি ক্যাম্পেইন

(গ) অন্যান্যঃ

০১	ন্যাশনাল নিওনেটাল হেলথ্ স্ট্রাটেজী ২০২১-২০৩০ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন।
০২	ন্যাশনাল চাইল্ড হেলথ্ স্ট্রাটেজী প্রিন্টিং ও সরবরাহ।
০৩	সারাদেশে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার সম্বলিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩০০ এ উন্নীত করা।
০৪	দেশব্যাপী নবজাতকের নাভীতে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার শতকরা ৯০ এ উন্নীতকরণ।
০৫	প্রতিটি জেলা হাসপাতালে একটি করে স্ক্যানু সমৃদ্ধ ইউনিট সংযোজন।
০৬	নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুর প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদী ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ।
০৭	সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে নিয়মিত SCANU ও IMCI কর্নার (জেলা, উপজেলা) পরিদর্শন করা
০৮	জনসাধারণের সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসবিসিসি (Social Behavioral Change Communication) কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে টিভিসি (এড), সোস্যাল মিডিয়া (ফেসবুক) এবং টেলিমেডিসিন সেবা তরান্বিত করা।

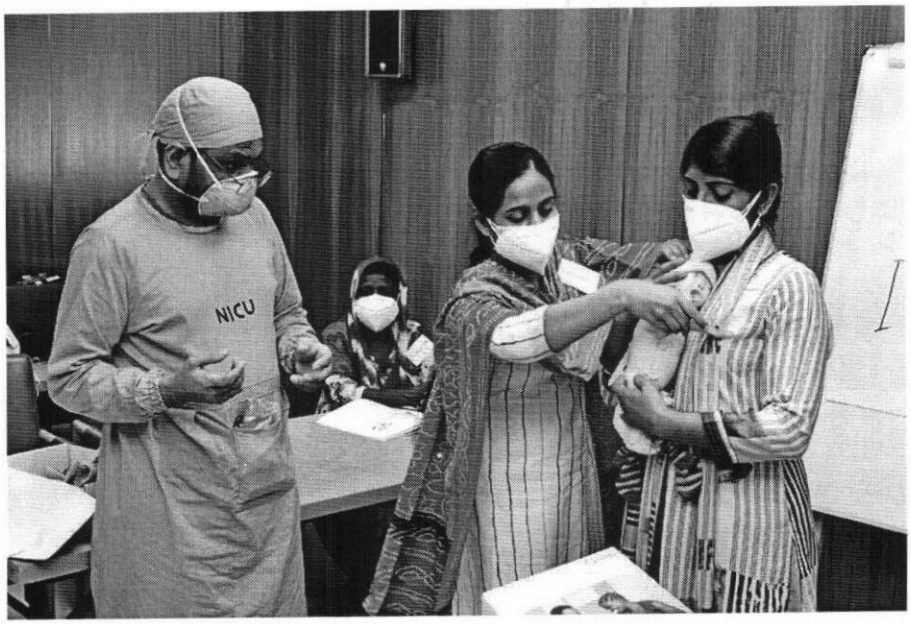

NNHP & IMCI প্রোগ্রামের কোভিড-১৯ অতিমারীকালিন সময়ে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

SCANU সেবা (রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল)

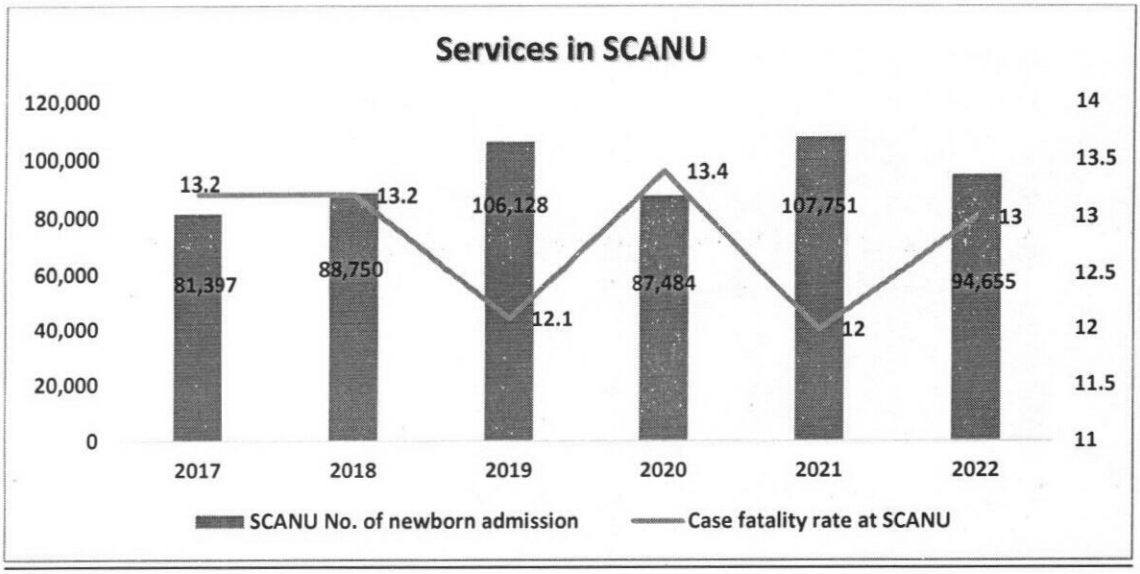
Services in SCANU
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
13.2
13.2
13.4
13
81,397
88,750
106,128
87,484
107,751
94,655
12.1
12
2017
2018
2019
2020
2021
2022
SCANU No. of newborn admission
Case fatality rate at SCANU

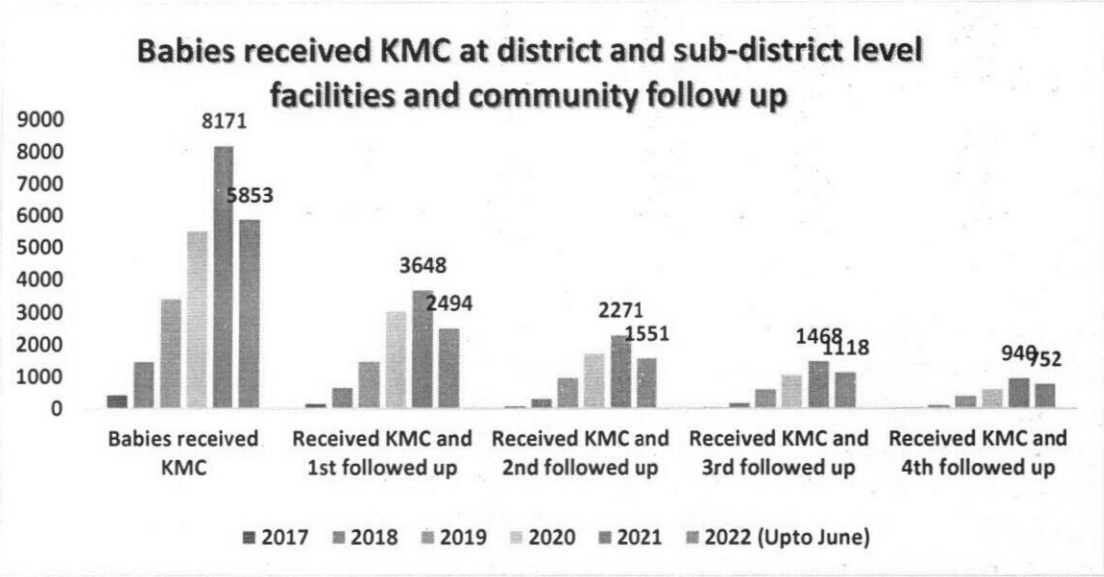
Babies received KMC at district and sub-district level facilities and community follow up
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
8171
5853
3648
2494
2271
1551
1468
1118
940
752
Babies received KMC
Received KMC and 1st followed up
Received KMC and 2nd followed up
Received KMC and 3rd followed up
Received KMC and 4th followed up
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (Upto June)

মেটারনাল হেলথ্ প্রোগ্রামঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/ সাফল্যঃ

১. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ২৮ মে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" পালন করা হয়।

২. সিএসবিএ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৯০ জনকে কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকল্পে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ৫৫ টি উপজেলায় চালু আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের ৮১,৫০৩ জন হতদরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে এই ভাউচার স্কীমের আওতায় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৫. মাঠ পর্যায়ে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে গর্ভবতী মায়েদের রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু রোধকল্পে Tab Misoprostol Ges Inj. Oxytocin ব্যবহার কার্যক্রম সকল জেলায় জোরদার করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপঃ

- অবস্-গাইনী ও এ্যানেস্থেশিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ০৪ জন চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক কর্মকর্তা, নার্সিং কর্মকর্তা, পরিসংখ্যানবিদ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ১৪৪ জন কর্মকর্তার জাতীয় পর্যায়ে MPDSR এর উপর ToT প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ToT গ্রহণকারীগন জেলা পর্যায়ে- উপজেলার চিকিৎসক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নার্সিং কর্মকর্তা ও পরিসংখ্যানবিদগণের মোট ২৭৫ MPDSR বিষযে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ উপজেলার মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মোট ২২৫০ পরিদর্শক এর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিসংখ্যানবিদ সিএইচসিপি কর্তৃক মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু অন-লাইনে প্রেরিত রিপোর্টের তদারকি করবেন এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সিএইচসিপিদের সরাসরি জ্ঞান দান করবেন।
- Colposcopy উপর ১৮ (আঠারো) জন চিকিৎসককে বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে জেলা হাসপাতাল সমূহে প্রাথমিক পর্যায়ে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার এর চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। এর ফলে জরায়ু মুখ ক্যান্সারে মহিলাদের মৃত্যুহার হ্রাস পাবে।
- ০৬ জন চিকিৎসকে VIA & CBE এর উপর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল এর চিকিৎসকদের Master Trainers প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- VIA & CBE এর উপর ৬০ (ষাট) জন চিকিৎসক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বেসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে জেলা ও উপজেলা সমূহে প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ু মূখ ও স্তন ক্যান্সার সনাক্ত করা সম্ভব হবে।
- VIA & SBE এর উপর ৬০ (ষাট) জন চিকিৎসক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সদের Refresher Training প্রদান করা হবে। এর ফলে চিকিৎসক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সদের এই কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- মহিলা স্বাস্থ্য সহকারী ও মহিলা সিএইচসিপিদের মোট ৮০ (আশি) জনকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে মান সম্মত এএনসি, পিএনসি সেবা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এই প্রশিক্ষণের ফলে বাড়ীতে নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব নিশ্চিত হবে।
- ১০,০০০ জন কর্মচারী (স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ)-দের ইউনিয়ন পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- ৯,০০০ জন ডিএসএফ ইউনিয়ন কমিটি ও কমিটি লেভেল সদস্যদের ডিএসএফ মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এর উপর ইউনিয়ন পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায় ও জেলা পর্যায়ে ৫৫০ জন সদস্যকে নিয়ে সিএসবিএ Performance Apprisal Workshop সম্পন্ন করা হয়েছে।

MNCAH Context:

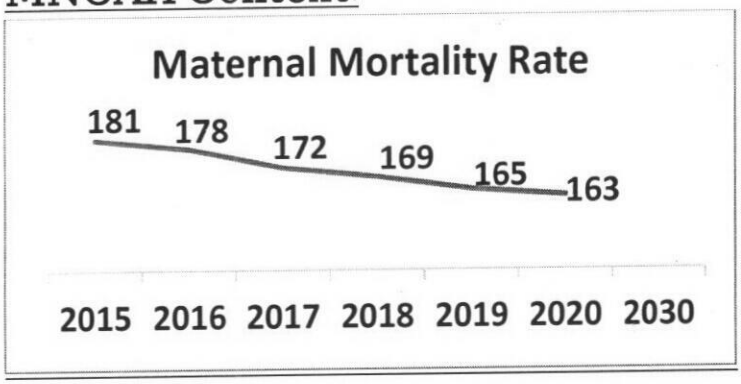

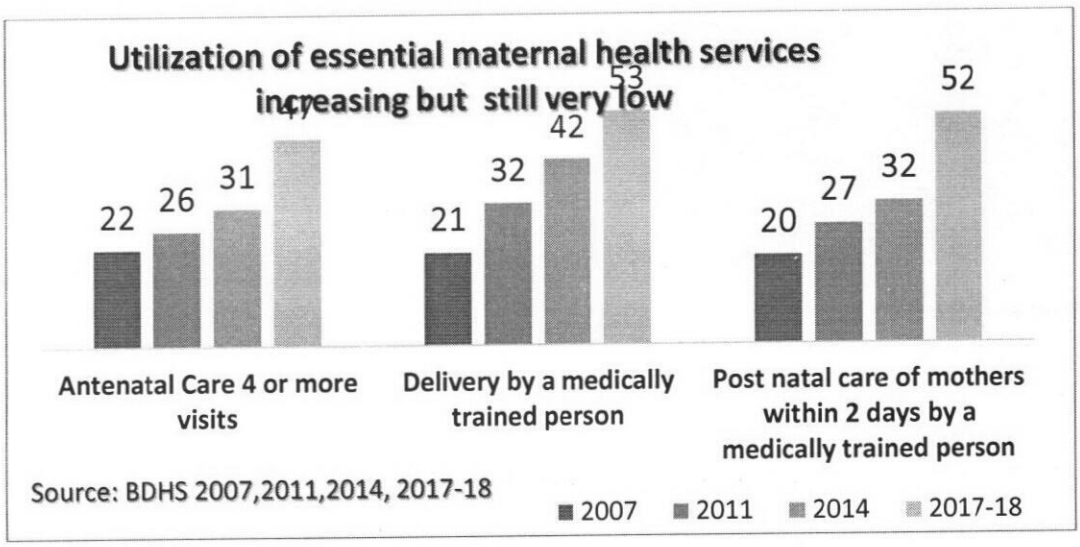

চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

১. বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বেসিক প্রসূতি সেবা (নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব) কার্যক্রম ২৪/৭ চালু আছে।

২. এছাড়াও দেশের প্রায় ১৫৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫৯ টি জেলা হাসপাতাল ও ৩২ টি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমন্বিত জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম ২৪/৭ চালু আছে।

৩. এমপিডিএসআরঃ মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য এমপিডিএসআর কার্যক্রম চলছে। ২০২০-২১অর্থ বছরে ০৩ টি জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

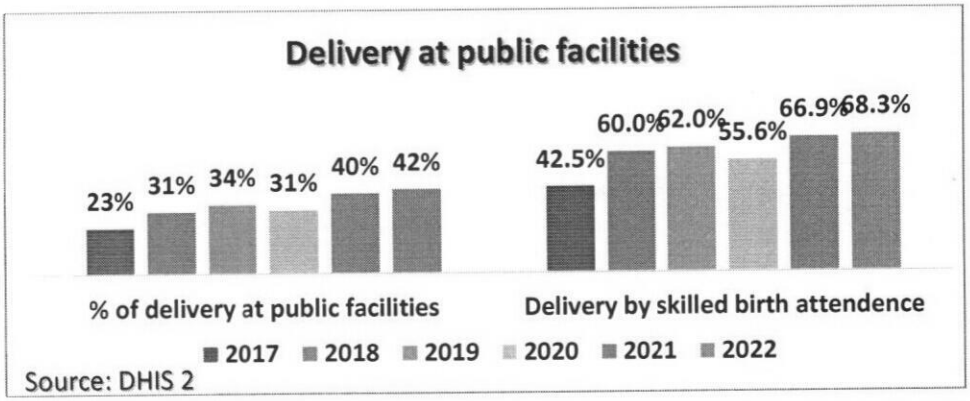

২০২১-২২ অর্থ বছরে ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রামে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

১. মাতৃমৃত্যু কারণ সনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি এমপিডিএসআর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

২. নতুন ৮ টি উপজেলায় ডিএসএফ- মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম সম্প্রসারণ।

৩. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের ২৪ ঘন্টা নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিত করা।

৪. জরায়ু-মূখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধকল্পে প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে VIA Center চালু করা হবে।

৫. জরায়ু-মূখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরও ৪০ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে।

৬. কমিউনিটি ক্লিনিকে এবং বাড়িতে নিরাপদ প্রসবের জন্য নারী মাঠকর্মীদের ০৬ মাসের সিএসবিএ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরও ৬০ জন মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষিত করা হবে।

৭. বিভিন্ন পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব এবং প্রসব পরবর্তী সেবা জোরদার করা।

৮. ই-ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে মহিলাদের রেজিস্টেশন ও পরবর্তী সেবাসমূহ মনিটরিংকরা।

এ্যাডোলসেন্ট হেলথ অ্যান্ড স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/ সাফল্যঃ

- ১৫০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৯০ জন ম্যানেজারকে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রিসোর্সপুল তৈরী করা হয়েছে।
- ১২০০ জন হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডারকে (ডাক্তার, নার্স ও সেকমো) কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯৯৪ জন শিক্ষককে কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৮০০ জন কিশোর কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য,পুষ্টি ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের ৩৬০ জন স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে কৈশোরকালীণ পুষ্টি বিষয়ক এবং সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৪২১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক কৈশোর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা করা হয়েছে।
- এ্যাডোলসেন্ট হেলথ বিষয়ে ২২৫০ জন গেইটকিপারদের ওরিয়েন্টেশন এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের (চেয়ারম্যান, মেম্বার ঈমাম ও অন্যান্য) ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

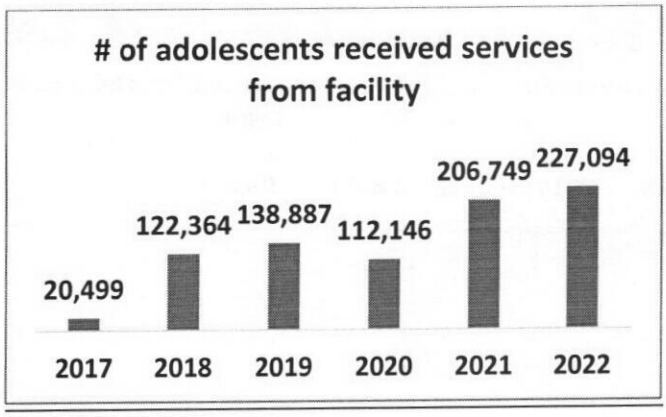

স্কুল হেলথ প্রোগ্রামঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

- রাজবাড়ী, ঠাকুরগাও ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ও উপজেলা পর্যায়ের ৬০ জন ম্যানেজারকে (স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের) কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮৯০ জন শিক্ষকগণকে স্বাস্থ্য সম্মত বিদ্যালয় ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Periodic Health Consultation Camp with Specialist Screening এর মাধ্যমে ৬০০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে চোখ, নাক, কান, গলা, দাঁত ও পুষ্ঠি বিষয়ে স্ক্রিনিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম: স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে টিওটি প্রদান করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাক, কান, গলা, চৌখ ও পুষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক Screening করা হবে। স্কুল হেলথ ক্লিনিককে গতিশীলকরণের লক্ষ্যে মেডিকেল অফিসার এর সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা ।

এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের এ্যাডোলসেন্ট হেলথ বিষয়ে টিওটি দেয়া হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পিয়ার এ্যাডোলসেন্ট গ্রুপ হেলথ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বেসিক হেলথ ওয়ার্কার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের মনোসামাজিক কাউন্সিলিং ও কৈশরকালিন পুষ্টি বিষয়ে টিওটি প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্যকর্মী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কৈশোরকালিন পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্যকর্মী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কৈশোরকালিন মনোসামাজিক কাউন্সিলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ্যাডোলসেন্ট হেলথ এর মানোন্নয়ের জন্য কর্মকর্তাদের সমন্বয় ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়। Gatekeeper (ইমাম, অভিভাবক, শিক্ষক, মেম্বার, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ) দের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় হবে

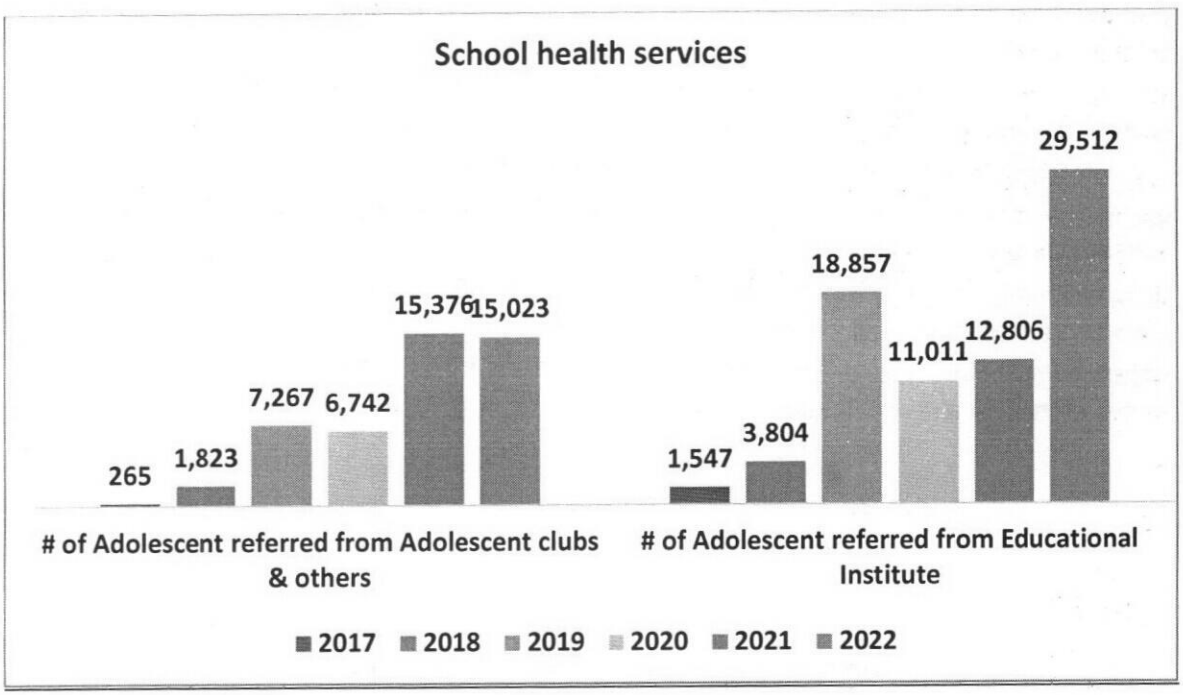

হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট

২০২১২০২২- অর্থ বছরে (১জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী / সাফল্যঃ

- দেশের মোট ১১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ডায়েট, ওষুধ, যন্ত্রপাতি, এমএসআর (চিকিৎসা উপকরণ) সামগী ক্রয়ের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান এবং সামগ্রীসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ সংক্রমন জনিত বৈশ্বিক মহামারী মোকাবিলায় সরকারি সহায়তায় পরিচালিত পিসিআর ল্যাব এবং স্যাম্পল কালেকশন কেন্দ্র সমূহে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।
- উল্লেখিত ১১৬টি হাসপাতালে উন্নয়ন খাতভূক্ত সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ;
- হাসপাতাল সমূহে ২১ টি সাধারণ এম্বুলেন্স এবং ০২ টি এডভান্সড কাডিয়াক এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে;
- বেসরকারী হাসপাতাল/ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার চলমান রয়েছে;
- বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে উদযাপনের মাধ্যরম থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; এ ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালনা করা হয়
- দেশের সকল জেলায় স্ক্যানু সেবা সহজলভ্য করার জন্য ইউনিসেফের সহায়তায় ৫ টি বএবং ওপির অর্থায়নে ৫ টি সহ মোট ১০ টি স্ক্যানু স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- নতুন ১৯ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবার মান নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে জাতীয় এক্রিডেশন প্রোটোকলের খসড়া স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এক্রিডেশনের মানদন্ডসমূহ খসড়া প্রনয়ন করা হয়েছে;
- ইউনিসেফের কারিগরী সহায়তায় মোট ৪০ টি হাসপাতালে কার্যক্রম নারী বান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচী পরিচালিত হয়;
- ৩৪ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৪২শিশুকে ০০০, অটিজম এবং অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে;
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৫টি জেলা হাসপাতালে ২৪/৭ সমন্বিত জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- জেলা হাসপাতালে পোস্ট মর্টেম ও মেডিকোলিগ্যাল কার্যক্রম উন্নয়নের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আধুনিক পোস্ট মর্টেম সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে
- ৮৩ টি সরকারী হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের প্রয়োজনীয় ব্লাড ব্যাংক, ফার্মাকোলজিক্যাল, মাইনাস ৪০ ডিগ্রী রেফ্রিজারেটর, রি-এজেন্ট কিটস সরবরাহ করা হয়েছে;
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষানবিস চিকিৎসকদের রক্তের ক্লিনিক্যাল ব্যবহার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩৯ টি হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান এবং বেসরকারীর সংস্থার মাধ্যমে বর্জ্যের অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ১২ টি হাসপাতালে আদর্শ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- ১৫ টি হাসপাতালে আদর্শ মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবাহ করা হয়েছে
- ২৫ টি জেলা হাসপাতালে Asset Management System সফট্ওয়্যার প্ল্যাটফর্ম চারূর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা আধুনিকী করা হয়েছে;

আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

- **সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীকরণ।**
- **মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের পাশাপাশি সকল জেলা হাসপাতালে বিশেষায়িত সেবা যথা: আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালাইসিস সেবা প্রতিষ্ঠা।**
- **জেলা হাসপাতলসমূহে ডায়াগনস্টিক ও ইমেজিং সেবা সম্প্রসারন- সিটি স্ক্যান, অটোএনলাইজার, অটোমেটেড ব্লাড কালচার ও হিস্টোপ্যাথলাজি সুবিধা প্রভৃতি।**
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান ইউনিট প্রতিষ্ঠ।**
- **২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ঘোষণা।**

- সকল হাসপাললে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত, মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরনে সকল পদক্ষেপ গ্রহন।
- হাসপাতলসমূহের আধুনিক মডেল জরুরি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- হাসপাতলসমূহের আধুনিক অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা চালু ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

- সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় 'জাতীয় পুষ্টি নীতি-২০১৫' প্রণয়ন, কেবিনেট কর্তৃক অনুমোদন এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
- শিশুদের জীবন রক্ষার্থে যুগোপযোগী 'মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন-২০১৩' প্রণীত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
- জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ও ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (এনপেন-২) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে
- 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩' প্রণীত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় বাজারে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ তেল সরবরাহ নিশ্চিত হইয়াছে এবং জনগণ ভিটামিন এ সমৃদ্ধ তেল খাওয়ার ফলে এর অভাবজনীত রোগ-বাই সমূহ হ্রাস পাচ্ছে।
- ভেজাল খাদ্য সনাক্ত করার জন্য অত্যাধূনিক খাদ্য নিরাপত্তা গবেষনাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায় সহ সারাদেশে ৩০ ভাগেরও অধিক গর্ভবতী, প্রসূতি মা এবং শিশুর (০-৫ বছরের নিচে) মায়েদের কাউন্সিলিং ও পরামর্শ দেয়া হবে।

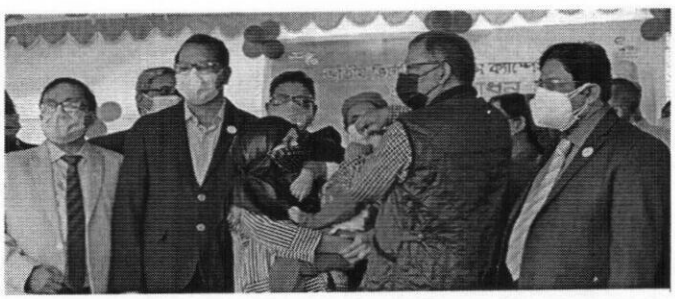

- **৩৫ কোটিরও অধিক আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং কিশোরীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে**
- **প্রতিবছর ২ রাউন্ড করে এপর্যন্ত প্রায় ২৪ রাউন্ড ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদযাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫০ কোটির (প্রতি রাউন্ডে ২.১ কোটি শিশু) অধিক শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসূল খাওয়ানো হয়েছে**
- ৯০৭ টি শিশু বান্ধব হাসপাতাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে
- **জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩৪৫টি স্যাম ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে**
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে শিশুকে ৬ মাস বয়সের পর থেকে ঘরে তৈরি উপযুক্ত পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর কৌশল ও প্রস্তুতপ্রণালীর উপর গ্রাম পর্যায়ে মায়েদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড-এ দর্শকদের অংশগ্রহণে সরাসরি প্রচারিত 'পুষ্টিই সমৃদ্ধি' অনুষ্ঠানটির ৬২টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক বার্তা জনগণের অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত 'ভয়েস মেইল' প্রায় চার কোটি ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশের পুষ্টিখাতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন:

ক্রমিক নং	সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	২০১৭-১৮ (%)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)
১	স্বল্পওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২৫%
২	খর্বাকৃতি(স্টান্টিং)শিশু(০-৫৯ মাস)	৪৩.২	৪১.৩	৩৬	৩১	২৫%
৩	কৃশকায় (ওয়াসটিং)শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	১৫.৬	১৪.৩	৮	<১০
৪	জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	৩৫.৬ (২০০৪)	-	২২.৬**		<১৮%
৫	জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	৬০%
৬	রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	-	<১%
৭	শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫.৩	৬৫	৬৫%
৮	ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৬২	৭৯	৯০>%

সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০০৭, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৭-১৮; *সামাজিক ও বাজার গবেষণা কেন্দ্র ২০১৫; ** জাতীয় জন্মকালীন কম ওজনের সার্ভে ২০১৫।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পুষ্টি কার্যক্রম দেশের পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নে এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহে সৃজনশীলতা আনয়ন দরকার এবং সেই সাথে তার কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

৪র্থ HPNSP: জাতীয় পুষ্টি পরিষেবার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (NNS)

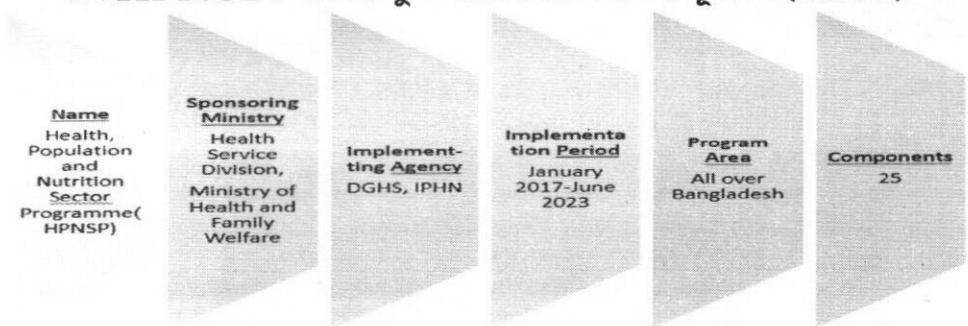

বাস্তবায়নের সময়কাল:

	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
আসল	১লা জানুয়ারী ২০১৭	৩০ জুন ২০২২
সংশোধিত ১	১লা জানুয়ারী ২০১৭	৩০ জুন ২০২২
সংশোধিত ২	১লা জানুয়ারী ২০১৭	৩০ জুন ২০২৩

কার্যক্রমের সাফল্যঃ

জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অর্জন:

বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমিকভাবে ম্যালেরিয়া নির্মূলের ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০০৯-২০২১ এই ১২ বছরে বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ২০২১ সালে মোট ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৭,২৯৪ ও ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যু ৮। ২০০৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা শতকরা ৮৭ ভাগ এবং মৃত্যু শতকরা ৮৫ ভাগ কমেছে।

ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের দোরগোড়ায় বিনামুল্যে ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়, কার্যকর ঔষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা প্রদান করছে। ফলশ্রুতিতে মারাত্নক ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত রোগীর হার ২০২১ সালে ১.৫%-এ নেমে এসেছে। দূর্গম এলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরন ও চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের পাশাপাশি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা বিনামুল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

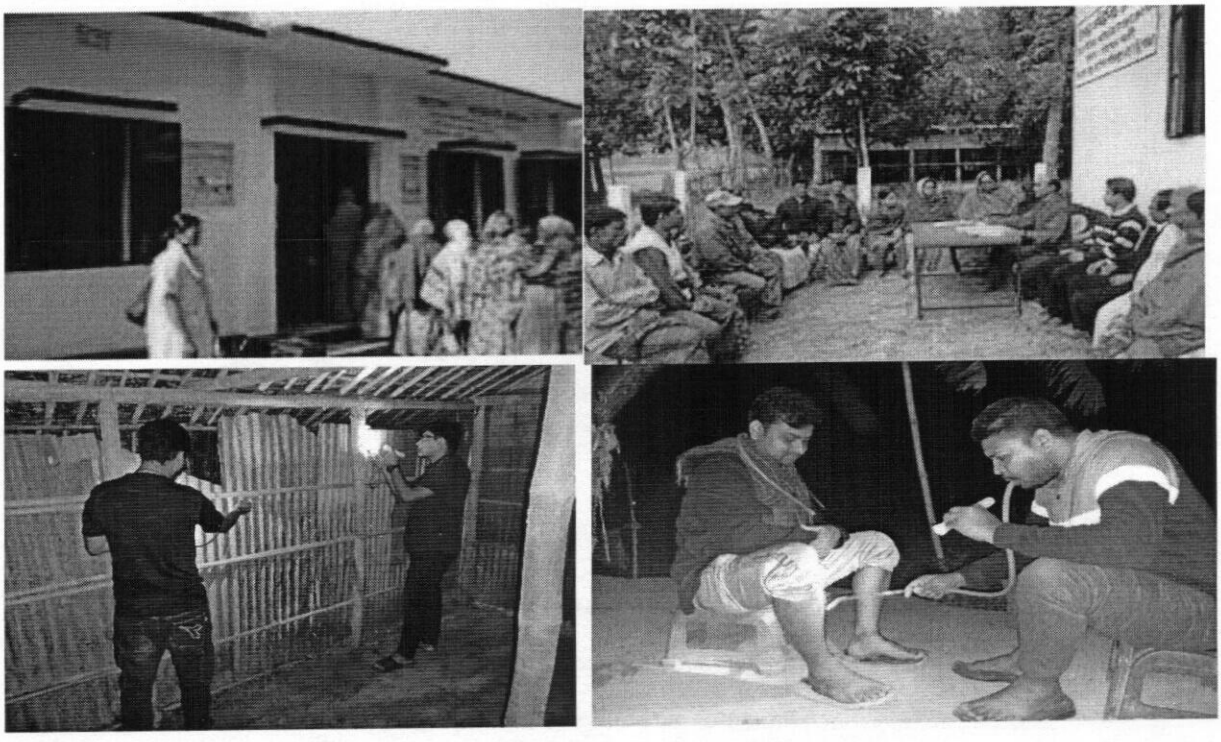

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় কীটনাশকযুক্ত মশারি বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকায় সাধারন জনগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া সচেতনতা বাড়াবার লক্ষ্যে ম্যালেরিয়া বিষয়ক বিভিন্ন অবহিতকরণ সভা, গোলটেবিল বৈঠক, উঠান বৈঠক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, বর্ষপঞ্জিকা, মাইকিং, ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার বার্তা প্রচার ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

ম্যালেরিয়াপ্রবণ নয় এমন ৫১টি জেলায় ম্যালেরিয়া নির্মুলের লক্ষ্য অর্জনে সকল সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতাদের অংশগ্রহনে অবহিতকরন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । সকল জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়ের/চিকিৎসার জন্য আর ডি টি ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে দ্রুত রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ৩,২৬,০০০ দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশকযুক্ত মশারি ক্যম্পে বিতরণ করা হয়েছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতেও ম্যালেরিয়ার বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া উক্ত ক্যাম্প সমূহে কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কোভিড-১৯, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু বিষয়ক সন্মিলিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কোভিড-১৯, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু বিষয়ক সন্মিলিত বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

২০০৯ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার চিত্র

বছর	মোট রোগী	পিএফ	পিভি	মিশ্র	মৃত্যু
২০০৯	৬৩,৮৭৩	৫৬,৯১২	৬,৮৫৩	১০৮	৪৭
২০১০	৫৫,৮৭৩	৫২,০১২	৩,৮২৪	৩৭	৩৭
২০১১	৫১,৭৭৫	৪৯,০৮৬	২,৫৭৯	১১০	৩৬
২০১২	২৯,৫১৮	২৭,৬৫১	১,৬৯৯	১৬৮	১১
২০১৩	২৬,৮৯১	২৫,৮১৫	৯৮৩	৯৩	১৫
২০১৪	৫৭,৪৮০	৪১,২৬১	৩,৩৪৮	১২,৮৭১	৪৫
২০১৫	৩৯,৭১৯	২৬,৫২৫	৪,০১১	৯,১৮৩	৯
২০১৬	২৭,৭৩৭	১৭,৩১৮	৩,৩০৬	৭,১১৩	১৭
২০১৭	২৯,২৪৭	২৩৩২৮	৪,৪৪৪	১,৪৭৫	১৩
২০১৮	১০,৫২৩	৮,৫০৮	১,৬৭৫	৩৪০	৭
২০১৯	১৭,২২৫	১৪,৭৫৮	২,১২৬	৩৪১	৯
২০২০	৬,১৩০	৪,৭৪৬	১,২৪৫	১৩৯	৯
২০২১	৭,২৯৪	৫,৩৪০	১,৯৫৪		৮

NSP 2021 – 2025: Milestones and targets

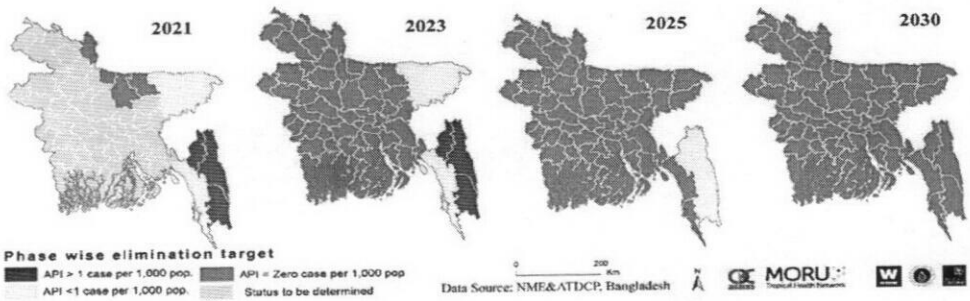

- By 2021:
  - Local transmission interrupted in **4 districts of Mymensigh zone**
- By 2023:
  - Malaria free status of **51 districts** determined
- By 2025:
  - Local transmission interrupted in **4 districts of Sylhet zone, Chattogram & Cox's Bazar**
  - API reduced to <1 per 1,000 population in **3 CHT districts**
- By 2030: Elimination **Nationwide**

এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অর্জনঃ

জানুয়ারি, ২০১৭ হতে এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর যাত্রা শুরু করে দেশের ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৭ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহঃ-

২০১৭-২০১৮

- উদ্ভুত চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে চিকুনগুনিয়া ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রনয়ন করা হয়।
- সকল হাসপাতালে চিকুনগুনিয়া সনাক্তকরণ কিট-এর সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।
- চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২০১৯

- জাতীয় ডেঙ্গু গাইডলাইন প্রণয়ন ও সারা দেশে বিতরণ করা হয়।
- সারা দেশে ডাক্তার ও নার্সদের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- সকল হাসপাতালে NS১, CBC, Dengu IgG+IgM পরীক্ষার দাম কমানো হয়।
- সারা দেশে ডেঙ্গু টেস্ট কিট সরবরাহ করা হয়।
- সকল হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্ণার খোলা ও অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হয়।
- এডিস মশার কীটতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা হয়।
- প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত বার্তা প্রদান করে জনসচেতনতা তৈরি করা হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

২০২০

- জানুয়ারী, ২০২০-এ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৩৫টি সিটি কর্পোরেশনের ও পৌরসভা মেয়রগণের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে দেশের সামগ্রিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রায় ২০ টি বিভিন্ন জোনে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়।
- দেশের বিভিন্ন উপজেলা, সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত প্রায় ২৫০০ চিকিৎসক ও নার্সদের ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- দেশের ৬৪টি জেলায় ৫২,৬০০ NS1 (ফেব্রুয়ারী ২০২০) এবং ৫৫,৬০০ NS1 (অক্টোবর ২০২০) কীট সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত মোট সরবরাহকৃত ডেঙ্গু কিটের সংখ্যা ১,০৮,২০০।
- 'Clinical Management Guideline for Dengue Syndrome (8th Edition- ২০১৮)' হালনাগাদ করা হয় এরং দেশের ৬৪ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল সরকারি ও ঢাকার প্রধান প্রধান বেসরকারী হাসপাতালসমূহে সরবরাহ করা হয়।
- 'Dengue Training Module (1st Edition-2020)' প্রকাশ করা হয়।
- ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক লিফলেট ও স্টীকার তৈরি করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ সংকটে ডেঙ্গু সনাক্তকরণ ও চিকিৎসাসেবা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর পক্ষ থেকে প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জন মহোদয়কে অবগত করা হয় যেন সকল হাসপাতালে পূর্বে স্থাপিত 'ডেঙ্গু কর্নার' পুনরায় সক্রিয় করা হয় এবং কোভিড-১৯ নেগেটিভ রোগিদের অবশ্যই ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়।
- ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও সহজতর করতে Dengue Fluid Management Chart প্রস্তুত করা হয় এবং দেশের ৬৪ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল সরকারি হাসপাতাল ও ঢাকার প্রধান প্রধান বেসরকারী হাসপাতালসমূহে সরবরাহ করা হয়।
- 'Pre-Monsoon Aedes Survey–মার্চ, ২০২০', 'Monsoon Aedes Survey–জুলাই, ২০২০' এবং 'Post-Monsoon Aedes Survey–ডিসেম্বর, ২০২০' জরিপ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত হয় এবং পরবর্তী ফলাফল সংবাদ মাধ্যম সহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়।
- ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মাইকিং ও মোবাইল ক্যাম্পেইন করে কোভিডের পাশাপাশি ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।
- A2i-এর সহায়তায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার উদ্যোগে 'Integrated Dengue Tracking & Management System (iDTAMS)' তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ক প্রাক সতর্ক বার্তা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ডেঙ্গু স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২০২১

- দেশের বিভিন্ন উপজেলা, সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত প্রায় ২৫০০ চিকিৎসক ও নার্সদের ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- ‘Clinical Management Guideline for Dengue Syndrome (8th Edition- ২০১৮)’ হালনাগাদ করা হয় এরং দেশের ৬৪ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল সরকারি ও ঢাকার প্রধান প্রধান বেসরকারী হাসপাতালসমূহে সরবরাহ করা হয়।
- ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক লিফলেট ও স্টীকার তৈরি করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ সংকটে ডেঙ্গু সনাক্তকরণ ও চিকিৎসাসেবা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর পক্ষ থেকে প্রত্যেক জেলার সিভিল সার্জন মহোদয়কে অবগত করা হয় যেন সকল হাসপাতালে পূর্বে স্থাপিত ‘ডেঙ্গু কর্নার’ পুনরায় সক্রিয় করা হয় এবং কোভিড-১৯ নেগেটিভ রোগিদের অবশ্যই ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়।
- ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও সহজতর করতে Dengue Fluid Management Chart প্রস্তুত করা হয় এবং দেশের ৬৪ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল সরকারি হাসপাতাল ও ঢাকার প্রধান প্রধান বেসরকারী হাসপাতালসমূহে সরবরাহ করা হয়।
- ‘Pre-Monsoon Aedes Survey–মার্চ, ২০২১’, ‘Monsoon Aedes Survey–জুলাই, ২০২১’ এবং ‘Post-Monsoon Aedes Survey–ডিসেম্বর, ২০২১’ জরিপ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত হয় এবং পরবর্তী ফলাফল সংবাদ মাধ্যম সহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা হয়।
- ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মাইকিং ও মোবাইল ক্যাম্পেইন করে কোভিডের পাশাপাশি ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।
- A2i-এর সহায়তায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার উদ্যোগে ‘Integrated Dengue Tracking & Management System (iDTAMS)’ তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ক প্রাক সতর্ক বার্তা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ডেঙ্গু স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

মাস	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
জানুয়ারী	১৫	০	১৩	৯২	২৬	৩৮	১৯৯	৩২
ফেব্রুয়ারী	৭	০	৩	৫৮	৭	১৮	৪৫	০৯
মার্চ	২	২	১৭	৩৬	১৯	১৭	২৭	১৩
এপ্রিল	০	৬	৩৮	৭৩	২৯	৫৮	২৫	০৩
মে	৮	১০	৭০	১৩৪	৫২	১৯৩	১০	৪৩
জুন	৯	২৮	২৫৪	২৬৭	২৯৫	১৮৮৪	২০	২৭২
জুলাই	৮২	১৭১	৯২৬	২৮৬	৯৪৬	১৬২৫৩	২৩	২২৮৬
আগস্ট	৮০	৭৬৫	১৪৫১	৩৪৬	১৭৯৬	৫২৬৩৬	৬৮	৭৬৯৮
সেপ্টেম্বর	৭৬	৯৬৫	১৫৪৪	৪৩০	৩০৮৭	১৬৮৫৬	৪৭	৭৮৪১
অক্টোবর	৬৩	৮৬৯	১০৭৭	৫১২	২৪০৬	৮১৪৩	১৬৩	৫৪৫৮
নভেম্বর	২২	২৭১	৫২২	৪০৯	১১৯২	৪০১১	৫৪৭	৩৫৬৭
ডিসেম্বর	১১	৭৫	১৪৫	১২৬	২৯৩	১২৪৭	১৩৮৮	১২০৭
মোট	**৩৭৫**	**৩১৬২**	**৬০৬০**	**২৭৬৯**	**১০১৪৮**	**১০১৩৫৪**	**১৪০৫**	**২৮৪২৯**

ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম :

১. ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল কর্মসূচী:

লক্ষ্য: ২০২২ সালের মধ্যে ফাইলেরিয়াসিস নির্মূল।

উদ্দেশ্য :

১. মানুষের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার উপস্থিতি শতকরা ১ ভাগের নীচে নামিয়ে আনা

২. কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

২০০১ সন থেকে ফাইলেরিয়াসিস নির্মূলের কাজ পঞ্চগড় জেলা থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে তা দেশের ১৯টি অধ্যুষিত জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিক নির্দেশণা মোতাবেক বর্তমানে ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত ১৯ জেলায় গণঔষধ সেবন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং পরবর্তি সারভ্যাইলেন্স চলছে। ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত ১৯ জেলায় ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক মরবিডিটি ম্যানেজমেন্ট ও ডিসএবিলিটি প্রিভেনশণ (এমএমডিপি) সেবাদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। বর্তমানে ফাইলেরিয়ার গণঔষধ সেবন কার্যক্রম সহ পরবর্তী সার্ভেইলেন্স কার্যক্রম অব্যাহত রযেছে। Transmision Assessment Survey ৩ কার্যক্রম রংপুর এ সম্পন্ন হযেছে।

National Program overview: MMDP: Chronic disease burden

S.L	Districts	Year of searching	Lymphoedema		Total	Hydrocele	Others	Total Patients
			Male	Female				
1	Dinajpur	2013	356	1688	2044	1021	2	3067
2	Kurigram	2013	162	1077	1239	699	20	1958
3	Lalmonirhat	2013	1077	4306	5383	1937	0	7320
4	Nilphamari	2013	820	4655	5475	1715	50	7240
5	Panchagarh	2013	224	1117	1341	1634	5	2980
6	Rangpur	2013	1743	6789	8532	2654	13	11199
7	Thakurgaon	2013	747	2020	2767	2001	50	4818
8	Barguna	2015	208	334	542	466	15	1023
9	Barisal	2016	124	303	427	50	1	478
10	Jhalokathi	2016	222	370	592	49	0	641
11	Patuakhali	2015	167	256	423	202	11	636
12	Pirojpur	2016	121	193	314	31	6	351
13	Chuadanga	2015	23	30	53	5	1	59
14	Kushtia	2015	74	71	145	7	7	159
15	Meherpur	2015	20	10	30	0	0	30
16	Chapainawabganj	2014	141	552	693	201	18	912
17	Pabna	2014	82	147	229	67	20	316
18	Rajshahi	2014	74	135	209	26	12	247
19	Sirajganj	2014	101	107	208	59	7	274
	Total		6486	24160	30646	12824	238	43708

National Program overview: MMDP: Chronic disease burden

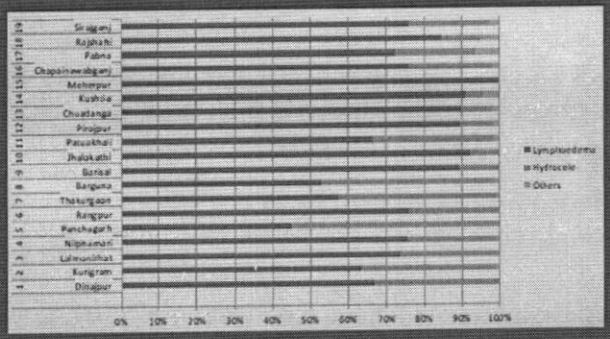

২.কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম :

কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সর্ব প্রথমে ২০০৫ সালে খাগড়াছড়ি, ফেনী ও পটুয়াখালী জেলাতে পাইলট কর্মসূচী হিসাবে চালু করা হয়। ২০০৮ সন থেকে কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে ৫-১১ বছর বয়সী সকল শিশুকে বছরে ২ বার করে কৃমি নাশক ঔষধ সেবন করানো হয়ে থাকে। এপ্রিল, ২০১৭ সন থেকে দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে উপস্থিতির মাধ্যমে ১২-১৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।। এর মাধ্যমে কৃমির পুণঃসংক্রমণ রোধকল্পে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এসব শিশুদেরকে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা দেবার ফলে তা অভ্যাসে পরিণত হবে যা থেকে ভবিষ্যতে শিশুরা কৃমিসহ অন্যান্য পরজীবি বাহিত রোগব্যাধি থেকেও পরিত্রাণ পাবে।

৩. ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি ঃ

- শিশুর মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্ষুদে ডাক্তার টীম গঠণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদে ডাক্তারের দল গঠণ করার জন্য ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। বাচাই করা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে ৩জন নিয়ে ছোট দলে বা ক্ষুদে ডাক্তার দলে ভাগ করে একজন শ্রেণী শিক্ষক (গাইড শিক্ষক) এর তত্ত্বাবধানে রেখে একেক শ্রেণী বা সেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদে ডাক্তার দল নির্বাচনের জন্য ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করে প্রতি শ্রেণী বা সেকশনের জন্য ৩ জন ক্ষুদে ডাক্তারের দলকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

২০১১ সন থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সন থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের বছরে ২ বার করে ওজন ,উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তি পরিমাপ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।এ যাবৎ ৯৭% প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি চালু রয়েছে । লিটল ডক্টর কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ৫-১৬ বছর বয়সী ৪ কোটি শিশুকে বছরে ২ বার কৃমি নাশক ঔষধ সেবন সম্পন্ন হয়েছে।

জনকল্যানে ভূমিকাঃ

১) ফাইলেরিয়াসিস নির্মূলঃ

- ১৯ টি জেলায় বছরে ১বার করে ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে বিনামূল্যে গণঔষধ সেবন কার্যক্রম পরিচালনা করে ফাইলেরিয়াসিসে আক্রান্ত নতুন রোগীর হার কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। যার ফলে উল্লেখিত জেলা সমূহে আর নতুন কোন রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় না।
- পুরাতন ফাইলেরিয়াসিস রোগীদের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক এমএমডিপি (মরবিডিটি ম্যানেজম্যান্ট ও ডিজএবিলিটি প্রিভেনশন) নামক স্বাস্থ্য সেবা চালু করনের ফলে রোগীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তাদের ভোগান্তিরও অবসান হচ্ছে।

২) **কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমঃ**

- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৫-১৬ বছর বয়সী দেশের প্রায় ৪ কোটি শিশুকে (বিদ্যালয়গামী ও বিদ্যালয় বহির্ভূত) কৃমি নাশক ঔষধ সেবন করিয়ে শিশুদের মাঝে কৃমি সংক্রমনের হার ৮০% থেকে ৮% এ নামিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।
- এতে শিশুদের পুষ্টিহীনতাসহ রক্তস্বল্পতাজনিত সমস্যারও উন্নতি ঘটছে।

৩) **ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচিঃ**

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিশুরা ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে দল গঠনে ও দলগত ভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।
- বছরে ২ বার করে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে শিশুদের ওজন, উচ্চতা ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা জনিত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহন করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
- শিশুরা সংক্রামক রোগসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা রপ্ত করে সেসবের প্রতিকার করা এমনকি পরিবার সদস্যদের উক্ত বিষয়ে অবহিত বা সতর্ক করতে পারছে।

কালাজ্বর নির্মূল কর্মসূচীর অগ্রগতি:

কালাজ্বর একটি neglected tropical disease। এই রোগের জীবানু বেলেমাছি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। এই রোগটি সাধারনত নিম্ন আয়ের ও নিম্নপর্যায়ের জীবন যাপনকারী মানুষের হয়ে থাকে। অবকাঠামোগত কারণ প্রধানত এর জন্য দায়ী। বাংলাদেশে কালাজ্বর একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা এবং বেশ কিছু জেলার মানুষ কালাজ্বর রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে 'MoU' স্বাক্ষর করে। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ কালাজ্বর জনিত অসুস্থতা কমানোর জন্য লক্ষ্য স্থির করেছে এবং এর জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বেশকিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।বর্তমানে কালাজ্বরের প্রকোপ কমে এলেও এক সময় এটি ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এতে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এখন উন্নত চিকিৎসা, এবং ডায়াগনষ্টিক ও ঔষধের সহজলভ্যতার কারনে কালাজ্বর রোগী অনেক কমে এসেছে।

Current strategy for VL elimination and activities implemented in 2021
(up to 26 October, 2022)

Interventions

➢ Early diagnosis and complete treatment

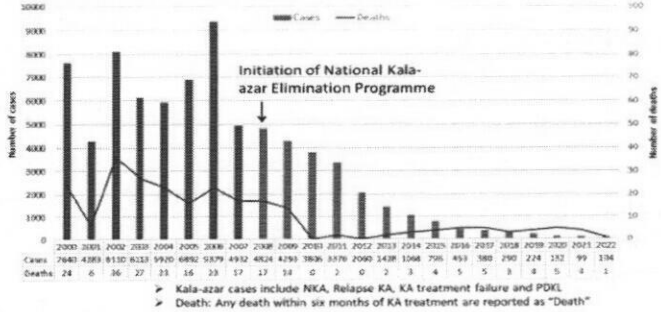

➢ Kala-azar cases include NKA, Relapse KA, KA treatment failure and PDKL
➢ Death: Any death within six months of KA treatment are reported as "Death"

Cases in 2021	
NKA	35
KATF	3
RELAPSE	23
PKDL	37
CL	1
Total	**99**

কর্মসূচির কৌশলসমূহঃ

- দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ ও যথাযথ চিকিৎসা
- সমন্বিত বাহক ব্যবস্থাপনা
- রোগের সার্ভিলেন্স
- সামাজিক সচেতনতা ও অংশীদারিত্ব
- অপারেশনাল রিসার্চ

কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহঃ

- উপদ্রুত উপজেলা সমুহে দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ন এবং সেবা পায়নি এমন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কালাজ্বর রোগের হার কমিয়ে আনা
- কালাজ্বরে মৃত্যুর হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা
- কালাজ্বর রোগ স্থানান্তরের রোধের জন্য পিকেডিএল রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনা
- উপদ্রুত উপজেলা সমুহে কালাজ্বর, টিবি এইচআইভি কো-ইনফেকশন প্রতিহত করা ও চিকিৎসা করা

এক নজরে ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলী ঃ

- উপজেলা পর্যায়ে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কালাজ্বর রোগী চিহ্নিত করা
- উপজেলা পর্যায়ে বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে বেলেমাছি চিহ্নিত করা
- ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ও rk39 স্ট্রিপের মাধ্যমে কালাজ্বর রোগী চিহ্নিত করণ করা
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতালে কালাজ্বর রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা
- উপজেলা পর্যায়ে এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও সিএইচসিপিদের কালাজ্বর রোগের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদানকরা
- উপজেলা পর্যায়ের HI, AHI and Team Leader কে Indoor Residual Spraying(IRS) বিষয়ে এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা
- উপজেলা পর্যায়ে বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে Indoor Residual Spraying(IRS) করা
- উপজেলা পর্যায়ে এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স , MT lab, Statistician and Statistical Assistant ও Web based Surveillance System(dhis-2) বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা
- জনগনের মধ্যে কালাজ্বর রোগের উপর সচেতনতা সৃষ্টির জন্য leaflet, poster and sticker বিতরণ করা

কার্যক্রম সম্পন্ন এবং অগ্রগতি অর্জন:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখা এমন কিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়েছে যা কালাজ্বর নির্মূল কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য ও সহায়তা করবে। ২০১৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হতে কালাজ্বর নির্মূলের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো হল দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ এবং কালাজ্বরে আক্রান্তের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, সমন্বিত বাহক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা, রোগী ব্যবস্থাপনা এবং বাহক সার্ভেইল্যান্স থাকা, অপারেশনাল রিসার্চ পরিচালনা করা। বাংলাদেশে কালাজ্বর রোগী সনাক্ত

এবং চিকিৎসা করা হয় মূলতঃ Primary Health Care Center এর (উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র) মাধ্যমে। সনাক্ত করার জন্য rk39 এবং রোগীর চিকিৎসার জন্য মুখে খাওয়ার মিল্টেফোসিন ট্যাবলেট ব্যবহৃত হয়। আমরা ১০০টি কালাজ্বর অধ্যুষিত উপজেলায় ৬৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জরুরী ঔষুধ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের মাধ্যমে সবচেয়ে নিরাপদ এবং কার্যকরী সিঙ্গেল ডোজ অ্যাম্বিসম চালু নিশ্চিত করেছি। সমন্বিত বাহক ব্যবস্থাপনার আওতায় আমরা ১০০টি কালাজ্বর অধ্যুষিত উপজেলায় ১ম পর্যায়ের আইআরএস কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি এবং ২য় পর্যায়ের আইআরএস চলছে এবং রোগ বিস্তৃতি বাধা দানের লক্ষ্যে বাহক বেলেমাছি নিয়ন্ত্রণে আইআরএস কার্যক্রমের সম্পূরক হিসেবে চৌহালী উপজেলায় কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬০ টির অধিক অধ্যুষিত এবং মধ্য অধ্যুষিত উপজেলার বার লাখেরও অধিক থানায় অ্যাক্টিভ কেস সার্চ কার্যক্রমের আওতায় বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধানের ও Camp Search এর মাধ্যমে এনকেএ (NKA) এবং পিকেডিএল (PKDL) সনাক্ত করা হয়েছে। অধ্যুষিত উপজেলায় একটি নতুন কার্যক্রম "নো কালাজ্বর ট্রান্সমিশন" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রতি বছর এটি চলমান রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০০টি উপজেলায় CHCP (Community Health Care Provider) দের কালাজ্বরের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কালাজ্বর নির্মূল কর্মসূচীর আওতায় সমন্বিতভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টার পর এনকেএ এবং পিকেডিএল রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এসেছে ও ২০০৯ সালে রোগীর সংখ্যাপ্রায় ৪২৯৩ হতে ২০১৬ সালে ৪৫৯ তে নেমে এসেছে এবং ১০০% উপদ্রুত উপজেলায় নির্মূল অর্জিত হয়েছে।

চিত্রঃ ২০০০ **হতে ২০২০ পর্যন্ত কালাজরে আক্রান্ত মোট রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা ঃ**

IRS for Kala-azar Vector Control from 2011-2020

Year	Total number of rounds	Number of Upazila covered	Number of villages covered	Number of HH targeted*	Number of HH sprayed including animal shed	Insecticide used (KG)
2011	1	1	1	35,000	36,000	2,373.6
2012	2	8	592	2,95,350	7,00,851	4,19,89.4
2013	2	89	2,384	10,28,593	10,48,205	6,97,87.4
2014	1	94	1828	6,05,911	6,30,319	38,412.6
2015	1	57	1315	5,00,180	5,08,037	31,239.5
2016	1	97	2138	7,20,757	7,40,114	47,720.5
2017	1	2	246	1,94,747	2,32,602	15,201.4
2018	2	48	1931	7,15,112	7,27,692	47,239.7
2019	2	72	1611	5,86,723	6,00,962	38,705.5
2020	1	98	1388	6,14,446	6,14,291	30,968.6

*In some cases information on number of targeted households are missing, so that there are miss match between total number of targeted households and total number of sprayed houses.

কালাজ্বরের বাহক বেলেমাছির বিস্তৃতি সাধারণত মাটির ঘরের ফাটল, গোয়ালঘর, খামারঘর। যেসব এলাকায় এধরনের অবকাঠামো রয়েছে সেসব এলাকার মানুষের কালাজ্বরে আক্রান্তের সম্ভাবনা বেশী। এছাড়া কালাজ্বর অধ্যুষিত ১০০টি উপজেলার ডাক্তার, নার্স এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতি বছর কালাজ্বরের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছেন। সঠিক কৌশল, দিকনির্দেশনা, উন্নত চিকিৎসা, ডায়াগনষ্টিক ও ঔষধের সহজ প্রাপ্যতার দরুন কালাজ্বর রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুরহার কমলেও এটি এখনও বাংলাদেশে একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

চিত্রঃ